RNI No. 71057/96

প্রথা ভেঙ্গে বিয়ে করালেন মহিলা পুরোহিত তনুশ্রী চক্রবর্তী

পৃষ্ঠা- ৩

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৫, সংখ্যা: ২৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 25, Issue: 24, Cooch Behar, Friday, 2 December - 16 December, 2021, Pages: 8, **Rs. 3**

উত্তরবঙ্গে অসমাপ্ত ২০০ প্রকল্পের কাজ জানুয়ারিতেই শেষ করতে চাইছে পর্ষদ

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের প্রথম বৈঠক

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের নতুন কমিটি গঠনের পরই তৎপর হল প্রশাসন। ২৪ নভেম্বর শিলিগুড়িতে রাজ্যের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় পর্ষদের বৈঠক হয়। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে এটি প্রথম বৈঠক ছিল। পর্ষদে এখন নতুন একজন সহকারি চেয়ারম্যান ও নতুন সদস্য আসায় এখন বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪ জন।

এদিনের বৈঠক পর্ষদ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে নেওয়া প্রায় ২০০ প্রকল্পের আগামী জানুয়ারিতেই শেষ করার লক্ষ্য স্থির করে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলির কাছে প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থান নিয়ে ৩ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এর পরই আগামী অর্থবর্ষে কোথায়, কী কাজ করা যায়, তা নিয়ে পর্ষদ প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নিবে। উত্তরকন্যায় পর্ষদের বৈঠকে উপস্থিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অজিতরঞ্জন বলেন, "উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে প্রায় ৪৫০ প্রকল্প নেওয়া হয়। চলতি অর্থবর্ষে ওই দপ্তরে রাজ্য বরাদ্দ করেছিল ৭৭৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তার সিংহভাগ কাজ হয়ে গেছে। অল্প কিছু কাজ বাকি রয়েছে। তা নতুন অর্থবর্ষের আগেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে"।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে বিগত কয়েক বর্ষে উত্তরবঙ্গে সেতু নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ ভবন তৈরি করা সহ একাধিক বড় উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। তবে জানা গেছে বিগত দু'বছর করোনার জেরে কাজের গতি ছিল না। মাঝে অনেকটা সময় কাজ বন্ধও রাখতে হয়েছিল। এই সময়ে কাঁচামালের দাম অনেকটা বেড়েছে। ফলে অনেক কয়েকটি প্রকল্পের কাজ এখনো শেষ হয়নি। এদিন বৈঠকে এ নিয়েও একটা সমাধানের পথ বের করতে আলোচনা হয়। তবে এদিন পর্ষদের রদবদলে নতুন সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হওয়ায় প্রস্তাব আসেনি। ৩ জানুয়ারি পরবর্তী বৈঠকে তা লিখিত আকারে নেওয়া হবে বলে জানান পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

তিনি বলেন, এদিন বৈঠকে জোর দেওয়া হয় রাস্তা ও সেতুর কাজ নিয়ে। করোনা-সহ নানা কারণে অসমাপ্ত প্রায় ২০০ প্রকল্পের কাজ তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য বলা হয়। কাজগুলি শেষ হলে সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যারই সুরাহা হয়ে যাবে। তাই কাজ শেষ করার সময়সীমা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে প্রধান কাজগুলির ৯৮ শতাংশ শেষ করা যাবে। এর পর পরবর্তী অর্থবর্ষের জন্য অন্তত সাড়ে ৮০০ কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব যেতে পারে।

IMMIGRATION CHECK POST, FULBARI

ভারতীয় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, ফুলবাড়ি

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে করোনা শিবির

ওমিক্রন রুখতে নতুন পন্থা প্রশাসনের

রাজগঞ্জ: শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে করা হয়েছে করোনা শিবির। ওপার বাংলা থেকে আসা যারা ভারতে আসছেন তাদের করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ফুলবাড়ির পথসাথিতেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে তাদের। করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনকে আটকানোর জন্যই এই পদক্ষেপ প্রশাসনের।

১ ডিসেম্বর রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও ও বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি সিমান্তের এই শিবিরটি পরিদর্শন করে দেখেন। ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে প্রচুর আমদানি-রপ্তানি করা হয় এছাড়া শিলিগুড়ি শহরের পাশেই থাকায় এই ইমিগ্রেশন পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে থেকে করোনা পরীক্ষার শিবির করা হয়েছে সীমান্তে। করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত যেতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকেই।

রাজগঞ্জের বিডিও পঙ্কজ কোনার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারটি পরিদর্শন করে বলেন, "ওমিক্রনের হানায় আক্রান্ত বহু দেশ। তাই আমরা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নিয়েছি। এই সীমান্ত দিয়ে যারা আসবেন তাদের করোনা পরীক্ষা করা হবে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাদের কোয়ারেন্টাইন শিবিরে রাখা হবে"। অন্যদিকে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি নজরুল ইসলাম ভারতের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং প্রশংসার সঙ্গে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

বাবুরহাটে পরিত্যক্ত গাড়িতে আগুন, ঝলসানো দেহ উদ্ধার

কোচবিহার: কোচবিহারের চকচকার বাবুরহাট এলাকায় ১ ডিসেম্বর রাতে হঠাৎ প্রাণ বাঁচানোর চিৎকার। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শব্দ শুনে গাড়ির সার্ভিস সেন্টারের কাছে পৌঁছন স্থানীয় বাসিন্দারা। কাছে যেতেই দেখেন দাউদাউ করে জ্বলছে একটি গাড়ি। আর গাড়ির ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়ে চিৎকার করছেন একজন। জল ঢেলে সেই আগুন নিভিয়েও ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এর পর পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই আগুনে পুড়ে গাড়ির ভেতরের লোকটি পুড়ে মারা যায়। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। সঙ্গে মৃতদেহের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

কিন্তু ওই গাড়ির ভিতরে ঝলসানো মৃতদেহ এল কী করে? ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে। কোচবিহারের বাবুরহাটের চকচকা চেকপোস্ট লাগোয়া এলাকায় একটি গ্যারাজে গাড়ির মেরামতি কাজ চলে। ওই গ্যারাজের সামনেই প্রায় দেড় বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল একটি গাড়ী। এদিন গভীর রাতে গাড়ীটিতে আগুন লাগার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

পাহাড়ে হবে চায়ের তথ্য ভাণ্ডার, শীঘ্রই শুরু হবে নমুনা সংগ্রহ

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং-এ চায়ের তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করবে কেন্দ্র। এজন্য পাহাড়ের ৫৫টি চা বাগান থেকে তৈরি চায়ের নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। কেন্দ্রের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন এক্সপোর্ট ইনস্পেকশন এজেন্সির প্রতিনিধিরা বাগানগুলিতে গিয়ে ২৯ নভেম্বর থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন। টি বোর্ডের শিলিগুড়ি জোনের উপনির্দেশক রমেশ কুজুর বলেন, বিষয়টি চা বাগানগুলির সংগঠনগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করে ঠীক কী করা হবে সে বিষয়ে অবশ্য পাহাড়ের বাগানগুলির কিছু জানা নেই। ইন্ডিয়ান টি এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অংশুমান কানোরিয়া বলেন, একটি চিঠি পেয়েছি, তবে এব্যাপারে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা নেই।

দার্জিলিংএর একটি চা বাগান

টেরাই- ইন্ডিয়ান টি প্লান্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের(টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল জানিয়েছেন, দার্জিলিং-র বাগানগুলি নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের গুয়াহাটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁরা সমস্যার কথা লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন। বর্তমানে টি বোর্ড কিছু তৎরতা শুরু করেছে। তবে ডেটাবেস তৈরির উদ্দেশ্য প্রকৃত অর্থে দার্জিলিং-র চা শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষিত করা কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। ধীরে ধীরে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

প্রতিটি বাগান থেকে ২০০ গ্রাম কোঁরে তৈরি চায়ের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। দার্জিলিং চা, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের মর্যদা প্রাপ্ত। ঐ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পাহাড়ের চায়ের স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও সেইসাথে কেউ যাতে তা নকল করতে না পারে সেরকম কোন প্রয়াস নেওয়া হবে কিনা তা এখনও পর্যন্ত পাহাড়ের চা বাগানগুলির জানা নেই।

রাজনগর দর্পণ

নীলকুঠি:

কোচবিহারের নীলকুঠি মাঠ সংলগ্ন ২নং নীলকুঠি আবাস (১৮৯১-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যের সুপারেন্টেন্ড অফ স্টেট-এর আবাস হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল) যা নীলকুঠির রাজবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। মহারাজকুমার ইন্দ্রজিত নারায়ণ শেষের দিকে এই ভবনেই থাকতেন। মহারাজা জগদিপেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁর বোন মেজো রাজকন্যা গায়ত্রী দেবী ও ছোট রাজকন্যা মেনকা দেবীকে বিয়ে করতে এসে জয়পুর রাজ্যের মহারাজা দ্বিতীয় সওয়াই মান সিংহ এবং দেওয়াস জুনিয়র রাজ্যের মহারাজা ক্যাপ্টেন শ্রীমান যশবন্ত রাও পাওয়ার বরযাত্রীসহ এই নীলকুঠি রাজবাড়িতে এসে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়।

টুকরো খবর

ভর্তি শুরু দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটিতে

দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হল ২৪ নভেম্বর থেকে। ইউনিভার্সিটি এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম সেমিস্টারে এমএ, এমএসসি বিভাগে ভর্তি নেওয়া হবে। আপাতত মংপু আইটিআই কলেজ থেকেই ইউনিভার্সিটির যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা হবে। কিছু দিন আগেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য জমির খোঁজ মেখলিগঞ্জে

শহরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার জন্য জমি দেখা শুরু করল মেখলিগঞ্জ পুরসভা। মেখলিগঞ্জের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি সরকারি জমি রয়েছে, পুরসভার তরফে ওই জমিটিই প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার জন্য। বর্তমানে সামান্য চিকিৎসার জন্যও মেখলিগঞ্জবাসীদের ছুটে যেতে হয় মহকুমা হাসপাতালে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হলে অনেক উপকারী হবেন শহরের বাসিন্দারা।

শিলিগুড়িতে বইমেলা শুরু ১৩ ডিসেম্বর

১৩ ডিসেম্বর থেকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে শুরু হবে বইমেলা। ২৪ নভেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনে এ কথা জানান শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক ভেঙ্কটরাও পাটিল। ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বইমেলাটি চলবে। শিলিগুড়ির সহ জেলা গ্রন্থাগার আধিকরিক সৈকত গোস্বামী জানান, সরকারি নির্দেশিকা মেনে এবার মেলায় ৬৫টি স্টল থাকছে। কোভিডবিধি মেনেই মেলার আয়োজন হচ্ছে বলে গ্রন্থাগার দপ্তর জানিয়েছে।

জোড়াই ডিপো থেকে ফের বাস চলাচল শুরু

৩০ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জোড়াই ডিপো থেকে বাস চলাচলের সূচনা করেন। দীর্ঘ ৯ বছর পর অসম-বাংলা সীমান্তের এই ডিপো থেকে বাস চলবে। জানা যায় ধাপে ধাপে এই ডিপো থেকে ১৯টি রুটে বাস চালানো হবে।

নেপাল বিহারের অপুষ্টিকর দুধ শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি: কোভিড বিধিতে কিছুটা ছাড় মিলতেই প্রতিবেশী দেশ, নেপাল এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের ঠাকুরগঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে দুধ আমদানি শুরু হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় কয়েকশো লিটার দুধ চোরাপথে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেগুলি শহরের বিভিন্ন বাজারে স্থানীয় দুধ বলে অবাধে বিক্রিও করা হচ্ছে। তবে সেই দুধ কতটা খাঁটি এবং তার গুনগতমান নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

এদিকে চিকিৎসকরা করোনার বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত খাদ্যতালিকা দিচ্ছেন তার শীর্ষেই রয়েছে দুধ। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রতিবেশী দেশ-রাজ্য থেকে চোরাইপথে আনা এই দুধ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো বাড়বেই না, তার ওপর শরীরে পুষ্টির অভাব দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকবে।

শিলিগুড়িতে বিভিন্ন বাজারগুলিতে এক সময় স্বাস্থ দপ্তর এবং পুরনিগম নিয়মিত বাজারে বিক্রি হওয়া খোলা দুধ পরীক্ষা করত। দার্জিলিং মোড়, মাল্লাগুড়ি, ভক্তীনগর চেকপোস্ট বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ল্যাকটোমিটার দিয়ে দুধের গুনগত মান পরীক্ষা করা হত। দুধের মান খারাপ পাওয়া গেলে সেই দুধ বাজেয়াপ্তও করা হত। কোভিড-১৯ এর বিধিনিষেধ চলাকালীন শহরের বাজারে নেপাল-বিহারের থেকে আনা দুধ বিক্রি প্রায় বন্ধই করে দেওয়া হয়েছিল। অনেকে এখন আবার অভিযোগ তুলছেন, প্রশাসনের নজরদারিতে কিছুটা ছাড় পরাতে এই দুধের বিক্রি ফের শুরু হয়েছে। এর ফলে প্রশাসনের ভুমিকায় প্রশ্ন উঠে আসছে, পুরনিগম কিংবা স্বাস্থ দপ্তর কেন এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলার ফুড সেফটি অফিসার বিজয় কুমার এই সব অভিযোগ খারিজ করে বলেন, প্রতিটি ব্লকেই নিয়মিত দুধ পরীক্ষা করা হয়। দুধের নমুনা সংগ্রহ করে তা ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। তিনি আরও জানান, “নেপাল ও ঠাকুরগঞ্জ থেকে আগের মতো কাঁচা দুধ আসছে না। তবে আমরা নতুন করে নজর দেব”।

স্কুল খুলতেই চাকরি গেল ভোকেশনাল শিক্ষকদের

আলিপুরদুয়ার: দীর্ঘ কয়েক মাস পর স্কুল খুলতেই কাজে যোগ দিতে এসে মাথায় হাত ভোকেশনাল(মেইন স্ট্রিম) শিক্ষকদের। স্কুলে এসে তাঁরা জানতে পারেন যে তাঁদের আর চাকরি নেই। ফলে একপ্রকার নিরাশ হয়েই ফিরে আসেন ওই শিক্ষক ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা। অ্যাডিশনাল ম্যান পাওয়ার দেখিয়ে তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ (ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওর্য়াক) শিক্ষক পরিবারের রাজ্য সম্পাদক শুভদীপ ভৌমিক বলেছেন, আমরা কেউ আট বছর, আবার কেউ বা তিন বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ১৩টি ভোকেশনাল সাবজেক্টে শিক্ষক ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত ছিলাম। এমনকি লকডাউনে আমরা অনলাইন ক্লাসও করিয়েছি। কিন্তু হঠাৎই অফ লাইন ক্লাস শুরু হওয়ার আগের দিন আমাদের চাকরি চলে যায়। এখন আমরা অথৈ জলে পড়েছি। আমরা এই বিষয় দ্রুত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এনএসকিউএফ-র আওতায় রাজ্যের স্কুল গুলিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির(মেইন স্ট্রিম) ক্লাস করাতে শিক্ষক ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা হয়। রাজ্য জুড়ে ৬৭৬টি স্কুলে দুই হাজার শিক্ষক বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। এই শিক্ষক ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা রিটেল, হেলথ কেয়ার ও আইটিসহ বিভিন্ন বিষয় স্কুল গুলিতে পড়াতেন। উল্লেখ্য, এইসব ভোকেশনাল শিক্ষকরা ২০ হাজার টাকা এবং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা সাত হাজার টাকা করে সাম্মানিক পেতেন। এর মধ্যে পিএফ, ইএসআই এবং হেল্থ ইনসুরেন্স সহ বিভিন্ন খাতে টাকা কাটা হত।

জানা গিয়েছে এই সব শিক্ষক ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা স্কুলের ঐক্যশ্রী, কন্যাশ্রী, মিড ডে মিল সহ বাংলা শিক্ষা পোর্টালে, পড়ুয়াদের তথ্য আপলোড করার কাজ করতেন। স্কুলের অন্য শিক্ষকদের মধ্যে তাদেরও একই ধরনের ডিউটি করতে হত। কিন্তু এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ হওয়ায় তাদের সারা বছর চাকরির অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হত বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় টিকাকরণ কোচবিহারে

কোচবিহার: করোনা সংক্রমণ রুখতে কোচবিহার গ্রামে ও শহরে দিন-রাত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে টিকাকরণ। করোনার প্রথম ডোজের টিকাকরণের লক্ষ্য মাত্রা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দিনক্ষণ বেঁধে দিয়েছে। হাতে একদম সময় নেই। কোচবিহার জেলা প্রশাসন তাই দিনের দুটি পর্বকেই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষ্য পূরণের জন্য ২৮ নভেম্বর থেকে বেলা চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কোচবিহারের পুরসভার বিভিন্ন শহরে এবং ১ ডিসেম্বর থেকে দিনের বেলায় জেলার সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েতে এই টিকাকরণ অভিযান চালানো হবে। সময়মতো কাজ শেষ করতে আশা কর্মীদেরও কাজে লগানো হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় ১৮ লক্ষ্য ৮৩ হাজার ৪ জন ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ পেয়েছেন। ৫ লক্ষ্য ৬৪ হাজার ৮২৯ জন দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। জেলায় এখনও পর্যন্ত ২৭ হাজার ৫৩৪ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। ২৭ হাজার ৩৩১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৮৫ শতাংশের বেশি মানুষ টিকা নিয়েছেন। জেলার শহরগুলিতে বেশির ভাগ মানুষেরই টিকা নেওয়া হয়ে গেছে।

জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, যাঁরা এখনও ভ্যাকসিন নেননি, তাঁরা যাতে তা নিতে পারেন সেজন্য তাঁদের বাড়ির কাছেই টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবিষয় বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা আশাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

আগের তুলনায় প্রকোপ কোমলেও কোচবিহারে করোনার প্রকোপ এখনো রয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে নতুন করে করোনার সংক্রমণ হচ্ছে। কোচবিহারেও যাতে একই পরিস্থিতির সৃষ্টির না হয় সেজন্য জেলা প্রশাসন তৎপর হয়েছে। উল্লেখ্য, করোনাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে জেলা প্রশাসন ১০০ শতাংশ টিকারণকে পাখির চোখ করেছে।

জেলার পুর শহরগুলিকে নিয়েই প্রশাসনের চিন্তা বেশি। কারণ কোচবিহার জেলায় শহরগুলিতেই সংক্রমণ বেশি। শহরের বাসিন্দাদের একাংশের টিকাকরণ এখনো বাকি। প্রশাসনের মতে দিনের বেলায় চাকরি বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এই বাসিন্দাদের পক্ষে টিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তারা যাতে সন্ধ্যে বেলায় টিকা নিতে পারে প্রশাসন সেইমত ব্যবস্থা করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯ নভেম্বর টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হবে।

জেলায়ে ৪০৬টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করতে প্রশাসন ১ ডিসেম্বর থেকে এই কেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে তিনদিন করে টিকাকরণ শিবির চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যাঁদের এখনও টিকাকরণ হয়নি তাঁদের, একটা লিস্ট আশাকর্মীরা প্রশসনকে ডেবে। কবে কোথায় টিকাকরণ করা হবে সে ব্যাপারেও আশাকর্মীরা বাসিন্দাদের জানিয়ে আসবেন। জেলা প্রশাসন মনে করছে।

৪৫টি স্কুলের তালিকা রাজ্যে পাঠালো আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন

আলিপুরদুয়ার: কামতাপুরী ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য জেলার ৪৫টি প্রাথমিক স্কুলের তালিকা রাজ্যে পাঠালো আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা- আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে রাজবংশী ভাষায় ২০০টি ও কামতাপুরী ভাষায় ১০০টি প্রাথমিক স্কুলে পঠনপাঠন হবে। জানা গেছে কামতাপুরী ভাষা অ্যাকাডেমির তরফে উত্তরবঙ্গে মোট ৩০০টি প্রাথমিক স্কুলে কামতাপুরী ভাষায় পঠনপাঠন চালুর দাবি ছিল। তবে রাজ্য সরকার সেই দাবির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের ১০০টি প্রাথমিক স্কুলে কামতাপুরী ভাষার পঠনপাঠনের জন্য অনুমোদন দেয়।

আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা জানান, জেলা শিক্ষাদপ্তুরের সঙ্গে কথা বলে কামতাপুরী পঠনপাঠনের জন্য ৪৫টি প্রাথমিক স্কুলের নামের তালিকা সুপারিশ করে বুধবারই রাজ্যের শিক্ষাদপ্তুরে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষাদপ্তুরে পরবর্তীতে যেভাবে নির্দেশ দেবে এবার সেভাবেই কাজ করা হবে।

কোচবিহারে নতুন ১২৫৬টি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স

কোচবিহার: কোচবিহারে একদিনে চালু হল ১ হাজার ২৫৬ টি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স। উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম জেলা হিসেবে কোচবিহার জেলাকে ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল নির্মল জেলা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই আদলেই জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় এই কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে বরাদ্দ ২৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা খরচ করে ওই টয়লেটগুলি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি শৌচালয় বানাতে গড়ে দুই লক্ষ টাকা করে খরচ হয়েছে। ২০২০ সালে বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষে কোচবিহার জেলা জাতীয় স্তরের পুরস্কার পেয়েছিল। এবার কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স তৈরি করে কোচবিহার রাজ্য জুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে। ১৯ নভেম্বর বিশ্ব শৌচালয় দিবস ছিল। এদিন জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত নানা অনুষ্ঠান করা হয়। জেলা প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এবছর বিশ্ব শৌচাগার দিবস এবং পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করতে গোটা নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস জুড়ে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ক ও শৌচাগার ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চালানো হবে।

হাতি সাফারির টিকিটের দাবি মূর্তিতে

চালসা: ২৩ নভেম্বর থেকে গরুমারায় শুরু হল হাতি সাফারি। কালীপুর ইকোভিলেজ, রামশাই রাইনো ক্যাম্প ও গাছবাড়িতেও হাতি সাফারি শুরু হচ্ছে। তবে সাফারি শুরু হতে না হতেই শুরু হয়েছে অশান্তি। মূর্তির টিকিট কাউন্টার থেকে গরুমারার গাছবাড়িতে হাতি সাফারির টিকিট দেওয়ার জোরালো দাবি তুলেছে গরুমারা টুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ২১ নভেম্বর এই নিয়ে বিক্ষোভও দেখান সংগঠনের সদ্যসরা। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সহ অন্যরা। মূর্তি থেকে টিকিট দেওয়া নাহলে পর্যটকদের গাছবাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবেনা বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের দাবির বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও জন্মেজয় পাল। তিনি বলেন, অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে আপাতত মেদলা ও গাছবাড়ির সাফারি স্থগিত রাখা হল। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনুসারে টিকিট দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গরুমারায় হাতি সাফারি চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবি মেনে পর্যটকদের জন্য হাতি সাফারি চালু করেছে বন দপ্তুর। এতে খুশি ডুয়ার্সের ব্যবসায়ীরা। তবে একই সঙ্গে টিকিটের সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁরা। গরুমারার তিন জায়গা থেকে হাতি সাফারি শুরু হলেও টিকিট পাওয়া যাবে শুধুমাত্র লাটাগুড়ি টিকিট কাউন্টার থেকে। আর এতেই ক্ষুব্ধ গরুমারা টুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক দেবকমল মিশ্র বলেন, মূর্তি, ধূপঝোড়া, বাতাবাড়ি, মাথাচুলকা, চালসা ও মঙ্গলবাড়ি এলাকার পর্যটকদের টিকিট কাটতে প্রায় ২০কিমি দূরে যেতে হবে। এতে যেমন পর্যটকদের খরচ বাড়বে তেমনি সময় নষ্ট ও হয়রানির শিকার হবেন তাঁরা। এইকথা মাথায় রেখেই মূর্তির টিকিট কাউণ্টার থেকে গাছবাড়ির টিকিট দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ মূর্তি থেকে গাছবাড়ির দূরত্ব মাত্র দুই কিমি। এতে পর্যটকদের খুবই সুবিধা হবে।

টুকরো খবর

ওমিক্রনের জেরে বন্ধ সিকিম

বিদেশি পর্যটকদের জন্য বন্ধ হল সিকিম। এই বিষয়ে সিকিমের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ৩০ নভেম্বর এক নির্দেশিকা জারি করেছেন। ১ ডিসেম্বর থেকে এই নির্দেশিকা জারি হবে বলে বলা হয়েছে। করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন নিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই এই পদক্ষেপ বলে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ই-শিক্ষা প্রকল্প শুরু হল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ চালু করল ই-শিক্ষা প্রকল্প। এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও বস্তি এলাকার পড়ুয়াদের বিনামূল্যে কম্পিউটার শেখানো হবে। ১ ডিসেম্বর মাটিগাড়া থানায় ই-শিক্ষা স্কুলের উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি থানায় পড়ুয়াদের কম্পিউটার শেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য নবদিশা স্কুলও চালানো হবে।

নতুন রাজনৈতিক দল পাহাড়ে

২৫ নভেম্বর মিরিকে নতুন দলের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলেন অজয় এডওয়ার্ড। নতুন দলের নাম দিলেন 'হামরো পার্টি'। সাদার ওপর গাঢ় নীল বল। কুকরি ও তিনটি পাখি রয়েছে তাতে। জিএনএফ ছেড়ে আগেই পাহাড়ে নতুন দল গড়ার কথা জানিয়েছিলেন অজয়। এবার পাহাড়ে একটি নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হওয়ায় এই অঞ্চলে নয়া সমীকরণের জন্ম হতে পারে বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উত্তরঙ্গের সেরা শিরপা পেল ধুপগুড়ি হাসপাতাল

উত্তরঙ্গের মধ্যে প্রথম, রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানে ধুপগুড়ি। রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মান নির্ণয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর আয়োজিত ২০২০-২০২১ সালের সুশ্রী (কায়াকল্প) সমীক্ষার প্রকাশিত তালিকায় উত্তরঙ্গের সেরা শিরপা পেইয়েছে ধুপগুড়ি গ্রামীন হাসপাতাল।

খুলছে উররবঙ্গের ৬ চা-বাগান

উররবঙ্গের ৬টি অচল চা-বাগান খোলার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। ডিসেম্বরের মধ্যেই পরপর খুলে যেতে পারে বাগানগুলি। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার তিন বাগান- বানাপানি, হুযুরে অন্যদিকে দার্জিলিং-এর তিন বাগান- নর্থ টব্বার, পেশক, কলেজভ্যালি রয়েছে এই তালিকায়।

প্রথা ভেঙে বিয়ে করালেন মহিলা পুরোহিত

প্রথা ভেঙ্গে বিয়ে করাচ্ছেন ডঃ তনুশ্রী চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: পুরনো প্রথা ভেঙ্গে পুরুষ পুরোহিতের জায়গায় বিয়ে করালেন মহিলা পুরোহিত। ঘটনা শিলিগুড়ির শহরের। শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের বাসিন্দা পাত্রী তনামী পাল ও পাত্র শিলিগুড়ি হায়দার পাড়া এলাকার বাসিন্দা পার্থপ্রতিম রায়ের বিয়ের সমস্ত কাজ করলেন মহিলা পুরোহিত ডঃ তনুশ্রী চক্রবর্তী। এর আগে তনুশ্রী চক্রবর্তী এবছরের শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের সরস্বতীপুজোও করেছিলেন।

প্রথা অনুযায়ী সাধারণ বিয়ের সমস্ত কাজ পুরুষ ব্রাহ্মণরাই করে থাকেন, এই প্রথা আমাদের সমাজে অনেক আগে থেকে চলে আসছে। জানা গিয়েছে, পাত্রীর বাবা ভবতোষ পাল মেয়ের বিয়ে ঠিক করতেই মহিলা পুরোহিত খুঁজছিলেন। এই বিষয়ে তিনি কলকাতায়ও যোগাযোগ করেন। এরপর ভবতোষবাবু ডঃ তনুশ্রী চক্রবর্তীর কথা জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তনুশ্রী চক্রবর্তীও বিয়ের পুরোহিতের আসনে বসতে রাজি হয়ে যান।

তনুশ্রী চক্রবর্তীর বাড়ি শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায়। পেশায় তিনি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। বছর ৩০ আগে পিসির কাছ থেকে পুজোর মন্ত্র শিখেছিলেন তিনি। বাকিটা তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে এবং ভিডিও দেখে বিয়ের মন্ত্র শিখে নেন। তনুশ্রী চক্রবর্তী এইবিষয়ে বলেন, প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধহলেও পরে মনের সাহস এবং পরিবারের সহযোগিতায় আজ এই কাজে সফলতা পেয়েছি।

বহুতলে সবজি চাষে উদ্যোগী এবিএনশীল

কোচবিহার: প্রতিদিন সকালে সবজি বিক্রেতার জন্য অপেক্ষা করা বা ঘুম থেকে উঠে বাজারে অনেকের কাছেই বেশ বিরক্তিকর ব্যাপার। এই অসুবিধা দূর করতে খুব শীঘ্রই কোচবিহার শহরের বিভিন্ন বহুতল বাড়িতে এবার সবজি চাষ করতে দেখা যাবে। আর এর উদ্যোক্তা হল কোচবিহারের এবিএনশীল কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর এই অত্যাধুনিক চাষের পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে হাইড্রোপনিক। এক কথায়, মাটি ছাড়াই সবজি উৎপাদন।

কোচবিহার এবিএনশীল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিলয় রায়ের নেতৃত্বে এই উদ্যোগ নিয়েছেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। এই হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে মাটি ছাড়াই বিভিন্ন বহুতল বাড়ির বারান্দা শাকসবজিতে ভরিয়ে তোলা যাবে। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে কলেজের অধ্যাপক মৃণালকান্তি বসাক এই হাইড্রোপনিক চাষ - আবাদের ব্যাপারে অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতেও শুরু করে দিয়েছেন। এছাড়াও কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক আলোকময় বসু ও ফিজিওলজির অধ্যাপক পায়েল বণিক প্রাথমিকভাবে বাড়িতে এই চাষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী ভাবে মাটি ছাড়া এই চাষ সম্ভব। এ বিষয় কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে বহুতলের বারান্দায় বিভিন্ন পাইপের লাইন বসাতে হবে এবং সেই পাইপ লাইনের উপরের দিকে অজস্র ছিদ্র করতে হবে। একটি মোটরের সাহায্যে সেই পাইপ লাইনের ভিতরে জলের ফ্লো সবসময় থাকতে হবে। সেই জলের মধ্যে গাছের খাদ্য হিসেবে ম্যাগনেশিয়াম, কপার, ফসফরাস, জিংক, নাইট্রোজেন, সহ বেশ কিছু জিনিষের মিশ্রণ দিতে হবে। আর ওপরের ছিদ্রে বসাতে হবে বেশ কিছু গাছের চারা। এভাবেই মাটিছাড়া পাইপ লাইনের মধ্যে বেড়ে উঠবে গাছ। এই পদ্ধতিতে মাটীর কোন ব্যবহার নেই বলে এর কোন সিজনও নেই। যখন ইচ্ছে যে কোন সবজি চাষ করা যাবে। এমনকি অসময়ের শাকসবজি ফলিয়ে ভালো দামও পাওয়া যাবে। পাশাপাশি মাটিতে চাষ করলে পোকামাকড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। কিন্তু এই হাইড্রোপনিক পদ্ধতির চাষে সেই ঝুঁকিও থাকেনা।

হাইড্রোপনিক চাষ নিয়ে এবিএনশীল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিলয় রায় বলেন, আমার স্বপ্ন কোচবিহার শহরের বিভিন্ন বহুতলে এই চাষকে ছড়িয়ে দেওয়া। এজন্য বিভিন্ন উদ্যোগও কলেজের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। কলেজের মহিলা হস্টেলের বহুতলে প্রাথমিক ভাবে এই চাষ শুরু হবে।

বেইলি সেতুর ওপর পরীক্ষামূলক যান চলাচল

বেইলি সেতুর ওপর গাড়ি চালিয়ে দেখা হচ্ছে

শিলিগুড়ি: মাটিগাড়ায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বালাসন সেতুর ওপর তৈরি বেইলি ব্রিজে ২৮ নভেম্বর পরীক্ষামূলক ভাবে যান চলাচল করানো হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৪৭ টন ওজনের গাড়ি চালিয়ে ভার বহন ক্ষমতা পরীক্ষা করেছে। এদিন এই ট্রায়াল রানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। ট্রায়াল রানের পর প্রশাসনের আধিকারিকেরা আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই যান চলাচল শুরু হবে এই সেতুর ওপর।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে তাঁরা এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক এম পুন্নমবলম জানান, ২৯ নভেম্বর বেলি ব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচলের বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা রয়েছে। কোন গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে এবং কোনগুলি পারবে না তা জানিয়ে দেওয়া হবে।

এই বেইলি ব্রিজের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ৩০ নভেম্বর। তবে দু'দিন আগেই এই কাজ শেষ করা হয়েছে। জানা গেছে এই ব্রিজ দিয়ে ১০ টনের বেশি ভারী গাড়ি উঠতে দেওয়া হবে না। আপাতত ছোট চারচাকা ও দু'চাকা গাড়ি একমুখী যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। বাস এবং ভারী মালবাহী গাড়িগুলিকে আপাতত নৌকাঘাট হয়েই যাতায়াত করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের নতুন কমিটি, চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার: নতুন করে সাজানো হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদকে, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে চেয়ারম্যান করে নতুন কমিটি গঠন করেছে রাজ্য। তৃণমূল রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর আগস্টে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিকে আরও শক্তিশালী করতে এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে গতি আনতে, পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। পর্ষদে জায়গা পেয়েছেন নতুন একজন সহকারি চেয়ারম্যান ও নতুন সদস্যরা। রাজ্য সরকারের তরফে ২৪ নভেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই কমিটির কথা জানানো হয়েছে। নতুন কমিটিতে স্থান পেয়েছেন প্রায় প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিরা।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে মোট ১৪ জনের নতুন কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, সাবিত্রী মিত্র ও মৃদুল গোস্বামীকে। এর সঙ্গে কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন কোচবিহার থেকে ফজলে করিম মিয়াঁ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য রঞ্জন সরকার, আলিপুরদুয়ার থেকে জেমস কুজু, উত্তর দিনাজপুর থেকে হামিদুল রহমান, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে কল্পনা কিসকু, গৌতম দাস, জলপাইগুড়ি থেকে বিজয়চন্দ্র বর্মন, মিতালি রায় এবং মালদা জেলার পবিত্র সিংহ।

সেবক-রংপো রেলপথ তৈরির কাজ শেষ হচ্ছে ২০২৩ সালের মধ্যেই

শিলিগুড়ি: ২০০৯ সালে সূচনা হয়েছিল শিলিগুড়ির সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটার রেলপথ তৈরির কাজ। এই রেলপথ তৈরির কাজটি ২০২৩ সালের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা রেলের। এই রেলপথ নাথুলা-য় চিন সীমান্তে ভারতীয় সেনার সুবিধার্থে খুবই কার্যকরী হবে ভবিষ্যতে। প্রতিরক্ষা ছাড়াও সেই এলাকার সাধারণ লোকেদের জন্যও এই রেলপথ বিশেষ কার্যকরী হবে। তাঁর সঙ্গে এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্পকেও ত্বরান্বিত করবে রেলপথ।

২২ অক্টোবর এই রেলপথের কাজ দেখতে যান রেল মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব দানভের। এদিন সেবকের কাছে দুটি টানেলের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে রংপো যান। সন্ধ্যায় এনজেপি স্টেশনে সাংবাদিক বৈঠক করেন রেল প্রতিমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান ২০২৩ সালে সেবক রংপো রেলপথে ট্রেন চলাচল করতে পারবে, এমনটাই আশাবাদী তিনি। এ দিন রাওসাহেব দানভের বলেন, "৮ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৬০০ কোটি টাকার কাজ হয়ে গেছে। ২০২৩ সালে কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী সেবক রংপোর রেলপথের কাজ নিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন।"

এর সঙ্গে তিনি এনজেপি-ঢাকা ট্রেনও শীঘ্রই চালু হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। তিনি জানান, এনজেপি-ঢাকা ট্রেন পরিষেবার সব কিছুই তৈরি। করোনার জন্য এখনো এই ট্রেন চালু করা যায়নি। তবে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে বাংলাদেশের ট্রেন ছাড়বে।

বিরাট সাফল্য পেল ওদলাবাড়ির মেয়ে

মালবাজার: কৃষি গবেষণায় বিরাট সাফল্য পেল ডুয়ার্সের মেয়ে। মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির বাসিন্দা শ্রীপ্রিয়া দাস বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কালীন আবশ্যিক থিসিস লিখে সেরার সেরা পুরস্কার লাভ করেছে তিনি। শ্রীপ্রিয়া একটি গবেষণাপত্র কৃষি বিজ্ঞানে সেরার শিরোপা অর্জন করেছে সে। শ্রীপ্রিয়ার পরিবার সুত্রে জানাগেছে ২০১৯ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস সি তে ৯১.৪% নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেছিলো শ্রীপ্রিয়া দাস। বর্তমানে সে কল্যানীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করছে।

শ্রীপ্রিয়ার বাবা সুনীল দাস একজন ব্যবসায়ী, মা পম্পা দাস, বাড়ি ওদলাবাড়ির বিধান পল্লী এলাকায়। সুনীলবাবু জানান, গত ২৩ শে নভেম্বর হায়দ্রাবাদে প্রফেসর জয়শঙ্কর তেলেঙ্গানা স্টেট এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি'তে আয়োজিত পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাগ্রোনমি কংগ্রেসে শ্রীপ্রিয়াকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয় এবং শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রিয়া আগামী দিনে কৃষি ক্ষেত্রে এমন কিছু করতে চান, যা সাধারন কৃষকদের উপকারে আসে। শ্রীপ্রিয়ার সাফল্যে খুশি গোটা ওদলাবাড়ির মানুষ।

সম্পাদকীয়

কৃষি আইন বাতিল

কৃষকদের দীর্ঘ বিরোধের পর কৃষি আইন বাতিল করল কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষি বিলে কিছু সংশোধন করে ২০২০-তে আইনে পরিণত করেছিল। এরপর থেকেই দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। সরকার যে দুটি আইন এনেছিল - ফারমার্স প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) অ্যাক্ট, ২০২০ এবং ফারমার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রটেকশন) এগ্রিমেন্ট অব প্রাইস অ্যাসিওরান্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ২০২০। সরকার দাবী করেছিল এই আইনে বড় ব্যবসায়ীদের মনোপলি বন্ধ হবে। মান্ডির বাইরেও কৃষকরা তাদের ফসল সহজেই বিক্রি করতে পারবেন। সরকারের মতে এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের সর্বোপরি মঙ্গল করা।

অন্যদিকে, বিক্ষোভকারী কৃষকদের অভিযোগ ছিল, এই আইন লাগু হলে সরকার ধীরে ধীরে ন্যূনতম সহায়তা মূল্যে বাজার থেকে ফসল কেনা বন্ধ করে দেবে। বাজার থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ সরে যাবে। কৃষকদের পুঁজিপতিদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।

তবে সরকারকে কৃষি আইনগুলি বাতিল করতে হল কেন। এটি সরকারের বিফলতা কেননা তাঁরা কৃষকদের এই আইনের ভাল দিকগুলি বোঝাতে পারে নি। অনেকে আবার মনে করছেন এই আইন বাতিল করার পেছনে প্রধান কারন হল ২০২২, ২০২৩ গুরুত্বপূর্ণ একাধিক রাজ্যে নির্বাচন এবং ২০২৪-এ দেশে ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই। এক বছর ধরে চলা কৃষক আন্দোলনের জেরে বিজেপি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। তাই ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইতেই পিছু হটতেsss হল বিজেপিকে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

কবিতা

শেষ দেখা

পারমিতা দে (দাস)

আমার বিদেহী আত্মায় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তুমি
হাতে রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো
আমার মৃতদেহের পাশে।
তোমার চোখের কোণে চিক চিক করে উঠছে জল,
ঠোঁট কেঁপে উঠছে ঘন ঘন।
কিছু কি বাকি থেকে গেছে এখনো?

আমিতো গোটা বিশ্ব চাইনি তোমার কাছে, শুধু
তোমার অন্ধকারটুকু...
তুমি তবু ফিরিয়েই দিলে।

দেখো আজ কেমন আলো মেখে শুয়ে আছি,
কাছে এসো, নিংড়ে নাও
এযাবৎ যত আলো জমা করেছি,
শেষদেখা হলে সবই তোমায় দিয়ে যাবো বলে।

প্রবন্ধ

রথযাত্রার উৎস সন্ধানে

....সান্তোষ কুমার দে সরকার

হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা পার্বণের মধ্যে রথযাত্রার উৎসব একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই রথযাত্রার অনুষ্ঠিত হয়। শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা বা উল্টো রথ হয়। হিন্দুরা রথযাত্রার দিন পুণ্যার্জনের জন্য রথের দড়ি টেনে থাকেন। তাদের বিশ্বাস রথের দিন শ্রী শ্রী জগন্নাথ বা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। বাংলা তথা ভারতের সর্বত্রই রথযাত্রার উৎসব উদযাপিত হয়। এর মধ্যে হুগলী জেলার মাহেশের রথযাত্রা, মায়া পুরের ইস্কনের রথযাত্রা, ওড়িশার পুরীর শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উল্লেখযোগ্য। রথযাত্রার উৎসবের প্রথম দিকে কিন্তু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা বা শ্রী কৃষ্ণের রথযাত্রা বলা হতো না। বলা হত মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা। তবে কে এই মৎস্যেন্দ্রনাথ!

অনেক দিন আগের কথা, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তখন নাথ ধর্মের প্রচলন হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ আছেনাথ সম্প্রদায়ের আদিগুরু হলেন শিব। তিনিই আদিনাথ। নাথ ধর্মে ন'জন গুরুর কথা জানা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা তাঁদের চুরাশিজন সিদ্ধাচার্যের সঙ্গে এই ন'জন নাথেরও পূজা করতেন। মোটামুটি তাঁদের নামধাম এইরকম ঃ পূর্বে গোরক্ষনাথ, উত্তরাপথে জলন্ধর (জালামুখী তীর্থ), দক্ষিণে নাগার্জুন (গোদাবরী নদীর কাছে), পশ্চিমে দত্তাত্রেয়, দক্ষিণ পশ্চিমে দেবদত্ত, উত্তর পশ্চিমে জরভরত , কুরুক্ষেত্র ও মধ্যদেশে আদিনাথ এবং দক্ষিণ পূর্বে সমুদ্রোপকূলে মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই হচ্ছেন ন'জন নাথগুরু। একদা ভারতের কোন কোন দার্শনিক গোষ্ঠী জড়দেহকে মুক্তির বাধা না বলে সোপান হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা নানা ধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক, রাসায়নিক ও আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ভিষগ্ বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষ-মুক্তি নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন। এঁরা দর্শন হিসেবে পতঞ্জলির যোগদর্শন এবং ক্রিয়া কর্ম হিসেবে তন্ত্র ও হঠযোগের বিশেষ সাহায্য নিয়ে পিন্ড দেহকে দিব্য দেহে পরিণত করতে বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। এক কথায় এঁদের যোগী বা যুগী সম্প্রদায় বলে। এঁরা "কায়াসাধনা " করতেন। অর্থাৎ পিন্ডদেহ বা ভূতকায়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। যোগের দ্বারা প্রাণায়ামাদির সাহায্যে এঁরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। পুরক কুম্ভক রেচক শীর্ষক বায়ু বশীভূত করে এঁরা মোক্ষ লাভের পরম সোপান অতিক্রম করতেন। তারপর তন্ত্রের কুলকন্ডলিনী তত্ত্ব অবলম্বনে নিজ দেহ মধ্যে শিরঃস্থিত সহস্রারে শিব শক্তির মিলন সম্ভূত দিব্যানুভূতি লাভ করতেন। তখন পাঞ্চ ভৌতিক জড়দেহ অপার্থিব দিব্য দেহে পরিণত হত। এঁরা মূলতঃ আত্মবাদী, ঈশ্বরবাদী ততটা নন। সাধন প্রকৃয়ার দ্বারা নিজের মোক্ষ লাভ– এই হল এঁদের সাধনা। শিব হলেন এঁদের আদিগুরু _তিনিই আদিনাথ। শিবের শিষ্য মীননাথ অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। এই গোরক্ষনাথের পবিত্র জীবন কাহিনী নিয়ে সারা ভারতেই অনেক গান-গল্প রচিত হয়েছে।

নাথ সম্প্রদায় মূলতঃ ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। এঁরা মনে করতেন, নিজের আত্মার মুক্তি মোক্ষ নিজের সাধনার দ্বারাই সম্ভব। দেব দেবীর প্রতি এঁদের খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল না। এঁরা আকার বিশিষ্ট ঈশ্বর চেতনায় উদাসীন বা বিমুখ ছিলেন বলে মুসলমান সাধকেরাও এই দলে যোগ দিতেন।

এই সম্প্রদায়ের সবারই একটাই গোত্র, তা হল শিব গোত্র। নাথরা বেশিরভাগ দেবনাথ উপাধি লেখেন, কেউ কেউ পন্ডিত উপাধিও লেখেন।

ইদানীং কালে এঁরা হিন্দু দেব দেবীর পূজা করে থাকেন। এঁদের ব্রাক্ষ্মণ পুরোহিত থাকে না। নিজেদের সম্প্রদায়ের কেউ কেউ পুরহীতের কাজ করে থাকেন।

অনেক দিন আগের কথা, বাংলায় তখন নাথ ধর্মের প্রচলন হয়েছে। নাথ ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন শৈব প্রভাবিত বৌদ্ধ। তখন নেপালেও ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। নাথ যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপালে তখন পর পর সাত বৎসর খরা চলছিল। নেপালরাজ একদিন স্বপ্নে দেখলেন, যদি যোগীরাজ মৎস্যেন্দ্রনাথকে একবার নেপালে আনা যায় তাহলে এই খরা দূর হবে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ। তবু যদি নেপালের কল্যাণ হয়, এই ভেবে নেপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তিনি নেপাল রাজ্যের সীমানায় পৌঁছবার সংঙ্গে সংঙ্গে নেপালের রাজা তাঁকে পায়ে হেঁটে বা অন্য কোন যানবাহনে চড়ে যেতে দিলেন না। সীমান্তে সাজিয়ে রেখেছিলেন একটি সুবৃহৎ মানুষ টানা কাঠের রথ। তখন থেকে রথযাত্রার রথের নাম হল মৎস্যেন্দ্রনাথের রথ। মৎস্যেন্দ্রনাথ সেই রথে উঠলে রথের কাছিতে টান পড়তেই রথ গড় গড়িয়ে এগিয়ে চলল , সেকালের নেপালের রাজধানী ললিত পুর বা ললিত পাটনের দিকে। রথের চাকার ঘর্ঘর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। রাজা তাঁকে একটি সুনির্বাচিত সুরক্ষিত ঘেরা জায়গায় কিছুদিন রাখলেন। সেই সময়ের মধ্যেই রাজা তাঁর ফেরার জন্য একটি উত্তম মানের লোহার রথ তৈরি করিয়ে ফেললেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ সেই লোহার রথে ফিরলেন। সেই থেকে শুরু হলো পূর্ব ভারতের রথযাত্রা।

"নেপাল রাজার দেখাদেখি সেকালের ঢাকা বিক্রমপুরে ও ধর্মরাজিকা বিহারেও অনুরুপ রথযাত্রার ব্যবস্থা করা হলো। তাঁরা তৈরি করলেন বাঁশের রথ। ধর্মরাজিকার বর্তমান নাম ধামরাই । ধামরাইও রথের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল। ধামরাইয়ের কিছু দূরে কুমিল্লাতে সেকালে বাংলার রাজারা রথের প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে ছিল ভোগরাজিকা বিহার । সেখানে অনুরূপ মৎস্যেন্দ্রনাথের রথের শোভাযাত্রা প্রবর্তিত হয়েছিল। কলিঙ্গের রাজারা পুরীধামে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথের প্রবর্তন করেছিলেন। অনেকের মতে পুরীধামের এই মৎস্যেন্দ্রনাথের রথই পরবর্তী কালে জগন্নাথ দেবের রথে পরিবর্তিত হয়।" সূত্রঃ প্রভাত রঞ্জন সরকার -এর লেখা 'বাঙলা ও বাঙালী '।

নেপালে সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল মৎস্যেন্দ্রনাথের তপোবলে। অনেকের ধারণা সেই তপোবলের জের হিসেবে আজও যে সব স্থানে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় সেই সব স্থানে ওইদিন বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

গল্প

সেই মহালয়া আজও

....শৌভিক রায়

বুড়ির পাট থেকে ফিরতি পথ ধরতেই দুদ্দাড় ছুটে বেরিয়ে গেল মা সন্তোষী নামের বাসটি। ভাগ্যিস লাফিয়ে রাস্তার ধারে চলে গিয়েছিলাম! না হলে বোধহয় বিপদ একটা হতই।

উঠেছি সেই ভোরবেলায়। উঠোনে থাকা শিউলি গাছের তলা তখন সাদা ফুলে ঢাকা। ঝেঁপে ফুল এসেছে এবার। শিউলির মো মো গন্ধে আর ভোরের হালকা ঠান্ডায় কেমন একটা নেশা লাগছিল। হাতে তখনও গত রাতের মাংসের সুবাস। বৈষ্ণব বাড়ি বলে মাংস রান্নার ব্যাপার কম আমাদের। যেদিন হত সেদিন বেশ সাজো সাজো রব পড়ে যেত। রান্নাঘর থেকে অনেকটা দূরে আমাদের শোওয়ার ঘরের বারান্দায় মা আর বড়কাকিমা মাংস রাঁধতেন। ঘরে বসে প্রেসার কুকারের সিটি গুণতাম। একসঙ্গে সবাই খেতে বসা হত। প্রিয়তম ছিল ঝোলের আলু। কী স্বাদ! কী স্বাদ! বছরে আর কোনও দিন হোক না হোক, মহালয়ার রাতে মাংস হতই। ঠাকুমা আর বাবার বিধবা পিসিমা শুধু নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সেই দূরে বসে থাকতেন!

গতকাল মহালয়ার রাতেও মাংস রান্না হয়েছে। জিভে লেগে থাকা তার সেই স্বাদ আর শিউলির গন্ধে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র উদাত্ত পাঠ করে চলেছেন। গাইছেন দ্বিজেন, হেমন্ত, শ্যামল, সন্ধ্যা, আরতি...। বড়কাকার ঘরের ফিলিপস ট্রানজিস্টর থেকে সেই পাঠ আর গানে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কৈলাশ থেকে উমা নেমে আসছেন মহাদেবের কাছে বিদায় নিয়ে। তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছেন নন্দী আর ভৃঙ্গি। মায়ের আঁচল ধরে আছেন লাজুক সরস্বতী। লক্ষ্মী আর গণেশ আগে আগে। লক্ষ্মী চপলা। গণেশ বলশালী। তীর ধনুক নিয়ে কার্তিক চারদিকে নজর রাখতে রাখতে চলেছেন। দেব সেনাপতি তিনি, তাঁর কেতাই আলাদা। মা আসছেন আবাহনে, আগমনী গানে...আসছেন মর্ত্যে, নিজের বাড়িতে!

পিসতুতো ভাই বাপ্পা ডেকে বলল, 'চল...এবার বেরিয়ে আসি, রোদ উঠে যাবে এরপর।' গত পরশু ওরা অসম থেকে এসেছে। পিসি আর তিন ভাই। আমরাও এসেছি ফালাকাটা থেকে। জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে সেজ কাকিমার ভাই রাজু। দিনহাটার বাড়ি ভর্তি লোক। বছরে এই একবার সবাই এক হই। আমাদের সারাদিন খেলা। হৈ চৈ। শেষ মুহূর্তে প্রতিমা তৈরি দেখতে ছোটা। দৌড়ে যাওয়া থানা পাড়া, গোধূলি বাজার, ডাকবাংলো পাড়ার প্যান্ডেল দেখতে এবেলা ওবেলা। দুপুরে বড়রা বিশ্রাম নিলে, নজরের চোখ একটু ঢিলে হলে, দে দৌড় দে দৌড় মহামায়া পাট বা কলেজ পাড়ার প্যান্ডেল দেখতে। শহীদ কর্ণারের কাছের মাইকের দোকানে অমিতাভ বচ্চন তখন গেয়ে ওঠেন, 'মেরে অঙ্গন মে তুমাহারা কেয়া কাম হ্যায়?' আর টিটবিট দোকানের প্রতিবিম্ব খেলা করে ফুলদিঘির জলে!

রাজু, বাপ্পা, আমি, মধু, ভজন, বাবুন হেঁটে হেঁটে চলে এসেছি বুড়ির পাট অবধি। আমাদের ছোট ছোট পায়ে বুড়ির পাট মানে ভেটাগুড়ি প্রায়। কলেজ হল্টের রেললাইনের পাশ থেকে জোগাড় করেছি কাশ ফুল। নীল আকাশে সূর্য তখন উঠি উঠি। আমাদের মতো আরও কত মানুষ দলে দলে রাস্তায় তখন। মহালয়ার সকাল মানেই দিনহাটায় এক অদ্ভুত আনন্দ। তখনও রেডিও থেকে ভেসে আসছে মহালয়ার পাঠ আর গান। আমরা ধরেছি ফিরতি পথ। ঠিক তখনই দুদ্দাড় মা সন্তোষী বাস!!

এক্সচেঞ্জ মোড়ের কাছে আসতেই দেখি হাসপাতালের সামনে ভিড়। দলে দলে মানুষ। বিষন্ন চেহারা। কেউ কেউ কাঁদছেন। খানিক আগে এক খুনি বাস পিষে ফেলেছে শিক্ষক হরতোষ চক্রবর্তীকে। দিনহাটা হাই স্কুলের এই শিক্ষককে চেনেন না এমন বোধহয় কেউ ছিলেন না সেসময়। তরুণ সুদর্শন জনপ্রিয় মানুষটিকে ভালবাসতেন সব্বাই। আমিও চিনতাম অন্য স্কুল বা অন্য জায়গার বাসিন্দা হয়েও।

বোধনের আলো নিভে গেল মুহূর্তে। সারা শহর স্তব্ধ। প্রাথমিক উত্তেজনায় খানিকটা বিশৃঙ্খলা হলেও, শোক গ্রাস করেছিল কমবেশি সবাইকে। ক্রমশ বিমর্ষ হল দিনহাটা, যেন কাঁদতে লাগল শহর....

পরদিন সকালে শিউলি ঝরে পড়ল আবার। অঞ্জলি দিলাম সে ফুলে আমাকে না চেনা সেই স্যারকে।

মহালয়া এলে আজও প্রণতি দিই।

হরতোষ স্যারের সঙ্গে আরও কিছু নাম যোগ হয়েছে কেবল!

বাকি সব একই আছে....

অবশেষে উত্তরের স্বপ্নপূরণ পরিচলক অভিজিতের

তৈরি হচ্ছে ‘বিজয়ার পড়ে... অটাম ফ্লাইজ’

অভিজিৎ শ্রী দাস

শিলিগুড়ি: ইচ্ছে ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমাটি বানাবেন। প্রস্তাব দেওয়ার পর প্রবীণ অভিনেতা তাতে রাজিও হন। তারপর একদিন হঠাৎ করেই চলে গেলেন তিনি। ২০১০ সাল থেকে এই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ শ্রী দাস। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলে যাওয়ায় অথৈ জলে পড়ে যান তিনি। নিজের বহুদিনের স্বপ্নটা প্রায় ভাঙতেই বসেছিল পাশাপাশি সৌমিত্রবাবুর এইভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি অভিজিত। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ফের ময়দানে নেমে পড়েছেন অভিজিত। সামনের মাসের মাঝামাঝি ক্ল্যাপস্টিক পড়বে ‘বিজয়ার পড়ে... অটাম ফ্লাইজ’-এর। প্রয়োজনায় উত্তরের নামী আইনজীবী সুজিত রাহা। উল্লেখ্য, উত্তরের কোনও চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকের কম্বিনেশনে এমন সিনেমা এই প্রথম।

আশা ছিল এই সিনেমায় সৌমিত্র ও শর্মিলা ঠাকুর কাজ করবেন কিন্তু সৌমিত্রবাবু চলে যাওয়ায় সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। ঠিক হয় মূল চরিত্র অলকানন্দা ও আনন্দের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করবেন মমতা শংকর ও দীপঙ্কর দে। অভিজিতের কথায়ে ২০১০ সালের পর দুজনে এই প্রথম সেভাবে জুটি বাঁধছেন। মমতা শংকরের মেয়ের ভূমিকায় থাকছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করবেন মীর।

সিনেমার বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিজিত বলেন, বয়স্কদের গল্প করার লোক আজ প্রায় কমে যাচ্ছে। এই সিনেমা দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে তাঁদের কিছু চাওয়াপাওয়ার গল্প। সিনেমার শুটিং হবে মূলত কলকাতায়। আর কিছুটা পুরীতে। তিনি বলেন, তাঁর এই সিনেমাতে উত্তরবঙ্গ ধরা না দিলেও, পরবর্তী প্রোজেক্টে উত্তরবঙ্গ ধরা দেবে।

ডুয়ার্সে চলছে ‘শের দিল’-এর শুটিং

মেটেলি: ওয়েব সিরিজ মির্জাপুরে কালীন ভাইয়ার চরিত্রে অভিনয় করা পঙ্কজ ত্রিপাঠীর কথা কারোর অজানা নয়। সেই পঙ্কয ত্রিপাঠীই এখন ডুয়ার্সে সিনেমার শুটিং করছে। করোনা আবহ কিছুটা কাটিয়ে উঠতেই ফের সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে ডুয়ার্সে। শুটিংয়ের জন্য বরাবরই উপরের সারিতে থাকে ডুয়ার্স। অতীতে এখানে বহু সিনেমার শুটিং হয়েছে। জঙ্গল ঘেরা ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচালকদের বরাবর বাধ্য করে এখানে আসতে। তবে বিগত দুই বছর ধরে করোনার কারণে পর্যটক থেকে শুরু করে প্রযোজক, প্রত্যেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের এই পছন্দের জায়গা থেকে।

পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘শের দিল’-এর শুটিং ১৮ নভেম্বর থেকে এখানে শুরু হয়েছে। চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়ও চলছে শুটিং। ইতিমধ্যে মেটেলি বিডিও অফিস সহ চালসা রেঞ্জের খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে শুটিং হয়েছে। মুখ্য চরিত্রে রয়েছন পঙ্কজ ত্রিপাঠী। তাঁকে দেখতে প্রচুর মানুষ শুটিং সেটের বাইরে ভিড় জমাচ্ছেন।

পঙ্কজ ত্রিপাঠী

বাংলার লোক আঙ্গিক খন পালাগানের অন্যতম নক্ষত্র রমণীকান্ত

এক সময় বাংলার এক উল্লেখযোগ্য লোক আঙ্গিক খন ছিল পালাগান। প্রধানত অবিভক্ত দিনাজপুরে প্রধান ভাবে থাকলেও রাজ্যজুড়েই প্রচলিত ছিল এই পালাগান। বর্তমান সময়ে এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন হাতগোনা কিছু শিল্পী। পালাগানের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিহ্নিত রমণীকান্ত সরকার। বাবা চাঁদমোহন সরকার ও মা বসোবালা সরকারের তিন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে রমণীকান্ত সরকার বড়। জন্মস্থান বেলডাঙ্গা গ্রাম হলেও বর্তমানে মহিষবাথান গ্রামের বাসিন্দা।

রমণীকান্ত সরকার মাত্র ১৬ বছর বয়সেই দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হন। বিগত ৬৫ বছর ধরে একের পর এক খন পালাগান নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন এক আসর থেকে আরেক আসরে। ঝলুয়া, কারেন সরি, মায়াবন্ধকী, সাপুরিয়া মার্ডার, পুলিশ মার্ডার, বুলোসরি, খিরো বুড়ি সহ একাধিক পালা কত অজস্র আসরে অভিনয় করেছেন তার হিসেব করা মুশকিল। রমণীকান্ত জানান, খোলের বাইজ হারমুনির সুর কানত না ঢুকিলে দিন ভালো যায় নি। কয়েকশো বছরের পুরোনো লোকনাট্য পালাগানের আসরে অভিনয় ছাড়াও ধর্মমূলক লোকনাট্য বিষহরা, মঙ্গলচণ্ডী, লক্ষ্মীর গান, মনসামঙ্গল, দুর্গাবলি, খজাগড় গানেও তিনি ছিলেন সাবলীল।

৮১ বছর বয়সে মঞ্চে ওঠার ইচ্ছে থাকলেও বয়সের জেরে এবং পরিবারের বাধায় সেটি হয়ে উঠে না, গান গেয়ে দলের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেন নিজের বাড়িতেই। তবে রমণীকান্ত তার শিক্ষার অভিজ্ঞতা দিয়েছেন মেয়ে গীতাবালা, জামাই মাধব সরকার ও একমাত্র নাতি লোকনাথ সরকারকে। তাঁরা এই সংস্কৃতিকে আগামী প্রজন্মে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদী তিনি।

রমণীকান্ত সরকার

নিয়মের গেরোয়ে আটকে ধর্মনারায়ণের পদ্মশ্রী সম্মান

বক্সিরহাট: নিয়মের গেরোয়ে পদ্মশ্রী সম্মান হাতে পেলেননা কামতাপুরি ভাষা চর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ধর্মনারায়ণ বর্মা। বয়সের ভারে প্রায় শয্যাশায়ী উত্তরবঙ্গের এই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পদ্মশ্রী নিতে দিল্লি যেতে পারবেন না বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানিয়েছিলেন। কিন্তু জীবিত থাকাকালীন এই পুরস্কার যেমন প্রাপক ছাড়া অন্য কারোর হাতে দেওয়ার নিয়ম নেই তেমনি বাড়ি বয়ে দিয়ে আসার অতীত নজিরও নেই। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককের এই নিয়মের গেরোয়ে ৮৬ বছর বয়সী ধর্মনারায়ণের পদ্মশ্রী পাওয়া নিয়ে শেষপর্যন্ত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর দিল্লির সেন্ট্রাল হলে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, নিয়মকানুনের বিষয়টি মন্ত্রকে খোঁজ নিয়ে দেখব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধর্মনারায়ণ বর্মার হাতে পদ্মশ্রী তুলে দিতে উদ্যোগী হব। তিনি বলেন, এই পুরস্কার শুধু ধর্মনারায়ণের নয় এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষের মতো তাঁর নিজেরও আবেগ জড়িয়ে আছে।

দলমত নির্বিশেষে উত্তরবঙ্গবাসী বিশ্বাস করেন, তুফানগঞ্জ এনএন হাইস্কুলের এই শিক্ষক কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে জীবনভর আন্দোলন করেছেন। যুক্তি দিয়ে বুজিয়েছেন কেন এই ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। বিছানায় শুয়ে নিজের গবেষণার বিষয়ে ভাবছেন বিশিষ্ট এই মানুষটি। উল্লেখ্য, সর্বধর্মের সমন্বয়, বিভিন্ন ধর্মের মিল-অমিল ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাধর্মী বই লেখার কাজে হাত দিয়েছেন তিনি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বই লেখার কাজ আপতত বন্ধ রয়েছে। ধর্মনারায়ণ বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককের পক্ষ থেকে কেউ এসে হাতে পুরস্কার তুলে দিলে মানসিক তৃপ্তি পেতাম। জানা গিয়েছে কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়ে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, পুরস্কার ঘোষণা হওয়ার পর খুব খুশি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দিল্লিতে গিয়ে পুরস্কার নেব এবং সেই সঙ্গে কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতির দাবি জানাব। সেটা আর হলনা এটাই বড় আক্ষেপ থেকে গেল।

কামতাপুরি ভাষা চর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ধর্মনারায়ণ বর্মা

ইসলামপুরে ও চোপড়ায় পালন হল মৈত্রী উৎসব

বাংলা ও বিহারের লেখক কবি ও কলাকুশলীদের নিয়ে সুজন সাহিত্য আসরের উদ্যোগে ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হল মৈত্রী উৎসব। এর কিছুদিন আগে চোপড়ার কাঁচাকালী এলাকায় সবুজ চা বাগিচার অন্দরমহলে এমনই এক আসর বসেছিল। সেখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের সংস্থার পক্ষ্যে চায়ের মোড়ক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে সাহিত্য ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য বিহারের পূর্ণিয়ার কবি অজয় সান্যাল, বাঁকুড়ার কবি মনোজ পাইন, শিলিগুড়ির নেপালি কবি নীরজ থাপা, ইসলামপুরের কবি গল্পকার ডাঃ বিনয়ভূষণ বেরা ও সম্পর্কন্যা নবনীতা উপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় সৃজন সম্মান। বিশেষ ইসলামপুরের প্রথম মহিলা ম্যারেজ রেজিস্ট্রার শবনম পারভিন এবং মিসেস ইন্ডিয়াতে রাজ্যে প্রথম ও দেশে চতুর্থ স্থানাধিকারী তানিয়া সরকারকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মান। দুটি পর্বে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক অশেষ দাস, শিল্পপতি খোকন নন্দী ও সুদেব নন্দী, কবি নিশিকান্ত সিনহা প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীকে সারিঞ্জা শোনাতে চান অশীতিপর বঙ্গরত্ন মংলাকান্ত

ময়নাগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে সামনে বসিয়ে তাঁকে সারিঞ্জা বাজিয়ে শোনাতে চান বঙ্গরত্ন মংলাকান্ত। জীবনের শেষ বেলায় এসে এমন আশাতেই পথ চেয়ে রয়েছেন উত্তরের বিশিষ্ট সারিঞ্জাবাদক মংলাকান্ত রায়।

২০১৭ সালে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে বঙ্গরত্নে ভূষিত হয়েছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লকের ধওলাগুড়ি গ্রামের এই প্রবীণ সারিঞ্জা বাদক। বর্তমানে লুপ্তপ্রায় এই বাদ্য যন্ত্রকে বুকে আগলে বেঁচে আছেন তিনি। বয়সের ভারে এখন তিনি অনেকটাই ন্যুব্জ। তবুও সারিঞ্জাকে সঙ্গে নিয়েই জীবনের লড়াই লড়তে চান তিনি।

স্ত্রী চম্পাকে নিয়ে চিলেকোঠার ভাঙাচোরা কাঠের ঘরে তিনি থাকেন। তিন ছেলে ও চার মেয়ে প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বয়সের ভারে ক্লান্তির ছাপ শরীরে অসুস্থতা জানান দিলেও সারিঞ্জার সুরে বার্ধক্যের অভিশাপকে পরাজিত করেছেন। কাঠের সিঁড়ি দেওয়া জীর্ণ ঘরের ওপরে তাঁর জীবন কাটছে। সেখানেই বেড়াতে টাঙানো রয়েছে এক গুচ্ছ পুরস্কার। সেই ঘরে জানালার ধারে বসে সারিঞ্জার সুরে অতীতের স্মৃতি মন্থন করেই তাঁর দিন কাটে। বাড়ির কাছে কিছুটা জায়গায় পুকুর এবং বাগান বানিয়েছেন তিনি। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীকে বসিয়ে গান শোনাতে চান বঙ্গরত্ন মংলাকান্ত।

একসময় তাঁর সারিঞ্জার সুরে মোহিত হত আট থেকে আশি। পূজো, অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসতো তাঁর। কিন্তু করোনার জেরে দুই বছর ধরে অনুষ্ঠান তেমন হচ্ছেনা। শিল্পী ভাটার এক হাজার টাকা ও কয়েক জায়গায় ছোট্ট অনুষ্ঠান করে পাওয়া কোনমতে সংসার চলছে উত্তরের অন্যতম এই সারিঞ্জা বাদকের।

মংলাকান্ত জানান, ছোটবেলা থেকেই তাঁর গানের নেশা ছিল। সেই থেকেই গানের দলের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তারই শিক্ষক ঘুমা কীর্তনিয়ার কাছ থেকে বহু বছরের পুরানো এই সারিঞ্জাটি তিনি কেনেন।

বর্তমানে এই সারিঞ্জা বাদ্যযন্ত্রটি প্রায় লুপ্ত। এক সময় সারিঞ্জার সুরে তাল মিলিয়ে ছুটে বেরিয়েছেন তরাই, ডুর্য়াসসহ গোটা উত্তরবঙ্গ। শুধু উত্তরবঙ্গই নয় তাঁর সারিঞ্জার খ্যাতি রয়েছে রাজ্য জুড়েও। এখন বয়সের ভারে আর আগের মতো ছুটতে পারেননা, একশো ছুঁই ছুঁই তবুও মনের অদম্য জোড়ে সারিঞ্জা হাতে শ্রোতাদের আনন্দ দিতে বদ্ধপরিকর তিনি।

বঙ্গরত্ন মংলাকান্ত

৫জি-ভিত্তিক টেকনোলজি সলিউশনস প্রদর্শন করল ভি

শিলিগুড়ি: অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড সরকার-প্রদত্ত ৫জি স্পেক্ট্রামে ৫জি-ভিত্তিক টেকনোলজি সলিউশনসের রেঞ্জ প্রদর্শন করল মহারাষ্ট্রের পুণে ও গুজরাটের গান্ধিনগরে। এক উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ভি ৫জি ট্রায়াল চালাচ্ছে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক উদ্যোগ ও গ্রাহকদের জন্য।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের এমডি ও সিইও রভিন্দর টক্কর জানান, ৫জি ট্রায়াল চলাকালীন ভি পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস মোবাইল কমিউনিকেশন টেকনোলজির পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই ৫জি ট্রায়াল থেকে স্পষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনার এক নতুন জগতের দ্বার খুলে যাচ্ছে ও ভারত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে।

৫জি ট্রায়ালের জন্য ভি দেশের দুইটি স্থানে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি লিডারের সঙ্গে পার্টনারশিপে আবদ্ধ হয়েছে, যেমন এলঅ্যান্ডটি স্মার্ট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অ্যাথোনেট, বিভিন্ন ভারতীয় স্টার্ট-আপ, যেমন ভিজবী অ্যান্ড টুইক ল্যাবস এবং টেকনোলজি লিডার এরিকসন ও নোকিয়া।

সর্বভারতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা ‘বন্দেভারতম

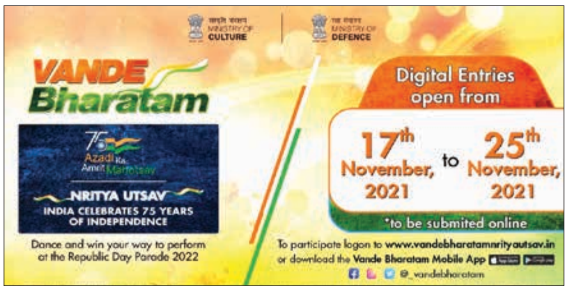
MINISTRY OF CULTURE
MINISTRY OF DEFENCE
VANDE Bharatam
75 Azadi Ka Amrit Mahotsav
NRITYA UTSAV
INDIA CELEBRATES 75 YEARS OF INDEPENDENCE
Dance and win your way to perform at the Republic Day Parade 2022
Digital Entries open from
17th November, 2021 to 25th November, 2021
*to be submited online
To participate logon to www.vandebharatamnrityautsav.in or download the Vande Bharatam Mobile App
@_vandebharatam

কলকাতা: স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসাবে সর্বভারতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা ‘বন্দেভারতম- নৃত্য উৎসব’-এর আয়োজন করতে চলেছে সংস্কৃতি মন্ত্রক। এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল দেশ থেকে সেরা নৃত্য প্রতিভা নির্বাচন করা এবং ২০২২-এর প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই নির্বাচিত শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনের সুযোগ দেওয়া। সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষীলেখি এই ঘোষণা করেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষীলেখি বলেন, বন্দেভারতম এই নৃত্য প্রতিযোগিতাটি প্রথমে জেলা, তারপরে রাজ্য, জোনাল এবং অবশেষে জাতীয় স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা ক্লাসিক্যাল, ফোক, ট্রাইবাল এবং ফিউশন/সমসাময়িক এই চারটি বিভাগে পারফর্ম করতে পারবেন। অল ইন্ডিয়া নৃত্য প্রতিযোগিতা থেকে ৪৮০জন সেরা নৃত্যশিল্পীকে নির্বাচিত করা হবে। যারা ২০২২ সালে দিল্লির রাজপথে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য চলতি বছরের ১৭ নভেম্বর থেকে জেলা স্তরের জন্য ডিজিটাল এন্ট্রি খুলে গেছে। মন্ত্রী মীনাক্ষীলেখি বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রক বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের জন্য একটি ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে যা ইভেন্টের সমস্ত দিক কভার করবে।

বাদাম ব্লাড সুগার এবং ক্যালোরি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

কলকাতা: ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যামন্ড বোর্ডের অর্থায়নে করা একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে সকালের জলখাবারে বাদাম রক্তে শর্করার মাত্রা আরও স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে এবং ক্যালোরির নিয়ন্ত্রন রাখতে সাহায্য করে। ১৮-৬৫ বছর বয়সী ১০০ জন নিউজিল্যান্ডের প্রাপ্তবয়স্কদের এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করানো হয়, যাদের অন্তত ৪২.৫ গ্রাম (১.৫ আউন্স) বাদাম বা ক্যালোরির সাথে মিলিয়ে মিষ্টি বিস্কুট স্ন্যাকস হিসেবে খেয়েছেন। উভয় স্ন্যাকসই মোট ক্যালোরির গ্রহণের ১০% জন্য দায়ী, তাই কিছু ক্ষেত্রে, খাওয়ার পরিমাণ বেশি ছিল।

গবেষণার ফলাফলগুলি দেখিয়েছে যে জলখাবারে বাদাম বনাম বিস্কুট জলখাবারের পরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রক্তে শর্করার প্রতিক্রিয়া কম ছিল। এই গবেষণার বিষয়ে মন্তব্য করে আঞ্চলিক প্রধান - ডায়েটেটিক্স, ম্যাক্স হেলথকেয়ার - দিল্লি, ঋত্বিকা সমাদ্দার বলেছেন, “গবেষণার ফলাফলগুলি দেখায় যে এই খাদ্য আইটেমগুলিকে স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলি যেমন বাদাম দিয়ে প্রতিস্থাপন করা খাবারের পরে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে, যা সুস্থ জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।”

মার্স পেটকেয়ারের পেট হোমলেসনেস ইনডেক্স

কলকাতা: নয়াদিল্লির হ্যাবিটাট সেন্টারে লঞ্চ হল পেট হোমলেসনেস ইনডেক্স বা ইপিএইচ। মার্স পেটকেয়ার ইন্ডিয়া ও প্রাণী কল্যাণ বিশেষজ্ঞ বোর্ডের উদ্যোগে এটি প্রথম পেট হোমলেসনেস ইনডেক্স। ইনডেক্স অনুযায়ী ভারতে আনুমানিক ৮০মিলিয়ন গৃহহীন বিড়াল এবং কুকুর আশ্রয়স্থলে বা রাস্তায় বাস করছে। কোভিড চলাকালীন পোষা প্রাণীর মালিকানা বৃদ্ধি পেলেও ১০ জনের মধ্যে মাত্র ছয়জন একজনকে দত্তক নিয়েছিলেন।

ভারতের ডেটা বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে: আবাসনের সীমাবদ্ধতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, ব্যবহারিক বাধা এবং রাস্তার পোষা প্রাণী সম্পর্কে আচরণগত সচেতনতার অভাব। যার ফলে লোক আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দত্তক নেওয়ার পরিবর্তে শাবক কুকুর এবং বিড়াল কিনে নেয়। এছাড়াও, বৈশ্বিক স্তরের তুলনায় ভারতে পরিত্যাগের মাত্রা বেশি। ৫০% বলেছেন যে তারা অতীতে একটি পোষা প্রাণী পরিত্যাগ করেছেন। যা বৈশ্বিক স্তরের তুলনায় ২৮%। এই তথ্যটি ভারতের জন্য ১০এর মধ্যে ২.৪এর সামগ্রিক ইনডেক্সকে ইঙ্গিত করে। মার্স পেটকেয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর গণেশ রামানি বলেন, এই ইপিএইচ ইনডেক্স-এর মাধ্যমে এখন থেকে গৃহহীন প্রাণীদের সমস্যা নির্ধারণ করা যাবে।

Ending Pet Homelessness
dia Index
unch
25, 20
entre, N

ইন্ডিয়া ২.০ প্রোজেক্টের স্কোডা স্লাভিয়া সিডান

ŠKODA
SLAVIA

আসানসোল: ইন্ডিয়া ২.০ প্রোজেক্টের অধীনে স্কোডা অটোর পক্ষ থেকে পেশ করা হল ‘স্কোডা স্লাভিয়া’। মিড-সাইজ এসইউভি কুশাক-এর লঞ্চের পর বিখ্যাত চেক গাড়িনির্মাতা কোম্পানির এই নতুন সিডান বিশেষভাবে ভারতের গ্রাহকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে একগুচ্ছ সেফটি ফিচার্স ও অ্যাডভান্সড ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম।

সিডানের জগতে স্লাভিয়া সাড়া জাগাবে। এতে স্বচ্ছন্দে পাঁচজনের জায়গা হয়ে যাবে। অ্যাডভান্সড এলইডি টেকনোলজি সম্পন্ন ফ্রন্ট হেডলাইট ও টেললাইট একেবারেই স্কোডার নিজস্ব শৈলীর। ক্রোম-প্লেটেড ডিজাইন ফিচার্স, টু-টোন অ্যালয় হুইলস ও এক্সক্লুসিভ স্কোডা ব্যাজ স্লাভিয়াকে উন্নতমানের সিডানে পরিণত করে তুলেছে। নতুন মেটালিক ক্রিস্টাল ব্লু ও টর্নাডো রেড পেন্টওয়ার্ক ভারতে স্কোডার এক্সক্লুসিভনেসের নিদর্শন।

নতুন স্লাভিয়ার ইন্টেরিয়র স্কোডার লেটেস্ট ইউরোপিয়ান মডেলগুলির ডিজাইন কনসেপ্টের অনুসারী। এতে রয়েছে ২৫.৪ সেন্টিমিটার ইনফোটেনমেন্ট স্ক্রিন, সার্কুলার এয়ার ভেন্ট এবং স্কোডা প্লে অ্যাপস-সহ মাইস্কোডা কানেক্ট মোবাইল অনলাইন সার্ভিস। নতুন স্কোডা স্লাভিয়াতে রয়েছে এক্সেলেন্ট অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ সেফটি ফিচার্স। আরোহীদের রক্ষা করার জন্য ছয়টি এয়ারব্যাগও রয়েছে। এতে থাকা প্র্যাক্টিক্যাল কমফর্ট ফিচারগুলির মধ্যে রয়েছে হিল-হোল্ড কন্ট্রোল, রেইন অ্যান্ড লাইট সেন্সর ও ক্রুজ কন্ট্রোল।

হ্যাফেল এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব

4TH ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION 2021
HÄFELE STAR AWARDS NIGHT
HÄFELE

কলকাতা: চলতি বছরের ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত গেল হ্যাফেলে স্টার অ্যাওয়ার্ডস-এর ৪র্থ তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব। পর পর তিনবার সফলতার সঙ্গে এই পুরস্কার বিতরণী উৎসব আয়োজন করলেও বিগত বছরে মহামারীর কারণে এই উৎসব থেকে বিরত থাকে হ্যাফেলে ।

হ্যাফেল এর পক্ষ থেকে চন্দ্রাণী দাস ও রাহুল সেনগুপ্তের উদ্যোগে ২০১৭ সালে এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের সূচনা হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল, ডিআইএ এন্ড এবিআইডি-এর মর্যাদাপূর্ণ আর্কিটেকচার বডির সাথে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। যা এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং আর্কিটেকচারদের জন্য একটি লঞ্চ প্যাড হিসাবে কাজ করে। বলাবাহুল্য টানা ৪র্থ বছরে এটি একটি ট্রেইল-ব্লেজার হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। ৪র্থ আর্কিটেকচারাল ডিজাইন কম্পিটিশন –হ্যাফেলে স্টার অ্যাওয়ার্ডস-এ জেপি আগরওয়াল এবং অলোক সেন বাংলার অভূতপূর্ব আর্কিটেকচার হিসাবে স্পটলাইট শেয়ার করেছেন। তাদের সাথে আরও নয়জনকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার করা হয়। হ্যাফেল এর বিজনেস হেড –প্রজেক্টস গিরিশ চৌবে, বলেন, হ্যাফেলে সব সময়ই আর্কিটেকচারদের অনুপ্রাণিত করে। আমি সবসময় নতুন প্রতিভাদের সাথে দেখা করার জন্য উন্মুখিয়ে থাকি।

কেএফসি’র নতুন এক্সপ্রেস পিক-আপ সার্ভিস

KFC
7 MIN EXPRESS PICK UP
TASTE AMAZE

শিলিগুড়ি: কেএফসি ইন্ডিয়ার নতুন এক্সপ্রেস পিক-আপ সার্ভিস চালু হল। এবার গ্রাহকরা মাত্র ৭ মিনিটে তাদের অর্ডার প্যাক ও পিক-আপের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় পাবেন। নিকটবর্তী রেস্টুরেন্টে অথবা কেএফসি অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া যাবে এবং তা দ্রুততার সঙ্গে পিক-আপের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কেএফসি’র প্রতিশ্রুতি - এই ৭ মিনিট মানে সত্যিই ৭ মিনিট, অথবা গ্রাহকরা একটি কেএফসি হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেনের পিস বিনামূল্যে ডেলিভারি পাবেন। কেএফসি’র এক্সপ্রেস পিক-আপের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে কেএফসি’র ৪এক্স সেফটি প্রমিস – স্যানিটেশন, স্ক্রিনিং, সোস্যাল ডিস্ট্যান্সিং ও কন্ট্যাক্টলেস সার্ভিস। এক্সপ্রেস পিক-আপের জন্য গ্রাহকরা তাদের পছন্দের সামগ্রী অর্ডার দিতে পারবেন নিকটবর্তী কেএফসি রেস্টুর্যান্টে, অথবা কেএফসি অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। এরপর মাত্র ৭ মিনিটে তা পিক-আপের জন্য পাওয়া যাবে।

ম্যাজিক এলইডি লাইটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গাঙ্গুলি

MAGIK LIGHTING

দুর্গাপুর: সেঞ্চুরি এলইডি লিমিটেডের ম্যাজিক এলইডি লাইটিং প্রোডাক্টসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন আইকনিক ক্রিকেটার ও প্রাক্তন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন সৌরভ গাঙ্গুলি। সৌরভ যোগ দেওয়ায় আশা করা হচ্ছে ম্যাজিক ব্র্যান্ডের প্রচার আরও শক্তিশালী হবে।

সেঞ্চুরি এলইডি লিমিটেড ভারতের একটি অগ্রণী এলইডি লাইট নির্মাতা। তাদের এলইডি লাইটিং প্রোডাক্টগুলি ম্যাজিক ব্র্যান্ড নামে বাজারে পরিচিত।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ম্যাজিক ব্র্যান্ডের বেশিরভাগ প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়, তাদের নিজস্ব অত্যাধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে। বর্তমানে ২০০০০-এরও বেশি আউটলেট ও ৩০০টিরও বেশি চ্যানেল পার্টনারের মাধ্যমে ম্যাজিক প্রায় সর্বত্র উপলব্ধ।

টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ৮টি নতুন শাখা

কোচবিহার: ভারতের অন্যতম অগ্রণী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স পশ্চিমবঙ্গে আটটি নতুন শাখা খুলল। এই প্রসারণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আটটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উপস্থিত হতে সক্ষম হল টাটা এআইএ লাইফ। শাখাগুলি খোলা হল রানাঘাট, টালিগঞ্জ, সিউড়ি, বহরমপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ডায়মন্ড হারবার ও মালদায়। বর্তমানে দেশের ২৫টি রাজ্যের ১৭৫টি শহরে এই কোম্পানির শাখার সংখ্যা ২১৮টিরও বেশি।

টাটা এআইএ লাইফের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এই আটটি নতুন শাখা খোলা হল। এবার রাজ্যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা আরও বেশিসংখ্যক গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। প্রতিটি শাখা ‘ডিজিটালি এনাবেলড’ এবং গ্রাহকদের জন্য ‘কন্ট্যাক্টলেস কাস্টমার সার্ভিস’ ও ‘পেপারলেস অপারেশনস’-এর ব্যবস্থা সমন্বিত।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করছে ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: সমাজের সকলের দক্ষতা ও কর্মজীবনে উন্নতির জন্য উপযুক্ত কর্মস্থলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়ে ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট তাদের সাপ্লাই চেইনে নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলা ও প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন রকমের সুবিধাজনক ব্যবস্থা। বর্তমানে ফ্লিপকার্টের সাপ্লাই চেইনে বিভিন্ন পদে প্রায় ১৫০০ প্রতিবন্ধী মানুষ কর্মরত রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে (International Day of Disabled Persons) ফ্লিপকার্ট তাদের সাপ্লাই চেইনগুলিতে নানা অ্যাক্টিভিটির ব্যবস্থা করেছে, যাতে প্রতিবন্ধী কর্মীরা উৎসাহিত হন। ৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর এই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ার্কশপেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে ফ্লিপকার্ট অবগত হতে পারবে কর্মস্থলের ও প্রতিবন্ধী কর্মীদের চাহিদার বিষয়সমূহ। এই ইভেন্ট চলাকালীন ইকার্টিয়ানদের (Ekartians) পুরস্কৃতও করা হবে।

বাজাজ ফিনসার্ভের ক্যাম্পেন সাবধান রহে সেফ রহে’

কলকাতা: জীবন বীমার জালিয়াতি থেকে ভোক্তা সহ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে বাজাজ ফিনসার্ভের পক্ষ থেকে একটি জনসচেতনতামূলক শুরু করা হয়েছে। ক্যাম্পেনটির ট্যাগ লাইন হল ‘সাবধান রহে সেফ রহে’। এটি এই ক্যাম্পেনের দ্বিতীয় পর্ব। ক্যাম্পেনটি কোম্পানির সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম জুড়ে চলবে। একটি আকর্ষণীয় জিঙ্গেল ‘না জি না জি’ – র মাধ্যমে এই ক্যাম্পেনটি প্রসারিত হবে। উল্লখ্য, বাজাজ ফিনসার্ভ হল ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক সংস্থা।

বাজাজ ফিনসার্ভের লক্ষ্য হল এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে পলিসি হোল্ডাররা যাতে পলিসির সত্যতা যাচাই করে সহজেই আসল ও নকল পলিসির পার্থক্য বুঝতে পারে এবং প্রতারকদের কম অথচ আকর্ষনীয় প্রিমিয়ামের অফারের ফাঁদ থেকে পলিসি হোল্ডারদের রক্ষা করা। এছাড়াও পলিসি হোল্ডাররা যদি কোন ভাবে প্রতারিত হন তাহলে সেক্ষেত্রেও তাঁরা যাতে রিপোর্ট করতে পারেন সে ব্যাপারে এই ক্যাম্পেনে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই ক্যাম্পেন ছাড়াও গ্রাহক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু টিপস শেয়ার করেছে বাজাজ ফিনসার্ভে। যেমন- মোবাইল নম্বর, ওটিপি, ঠিকানার প্রমাণ, বীমা পলিসির বিবরণ শেয়ার করার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রভৃতি।

রিভার সিজন ২ লঞ্চ করল অ্যামাজন ফ্যাশন

শিলিগুড়ি: দেশ জুড়ে মেট্রো এবং টায়ার ২/৩ শহর উভয় ক্ষেত্রেই রিভার সিজন ১-এর সফলতার পর রিভার সিজন ২ লঞ্চ করল অ্যামাজন ফ্যাশন। ডিবিএস লাইফ স্টাইল এলএলপি এর সহযোগিতায় এবং ভারতের কিছু বিখ্যাত ডিজাইনারদের সাথে পার্টনারশিপে তৈরি সাশ্রয়ী মূল্যের মাল্টি-ডিজাইনার ব্র্যান্ড হল রিভার সিজন ২।

সুনীত ভার্মা, জেজে ভালা, আশিস সোনি এবং নম্রতা জোশিপুরা রিভার প্রমুখ সিজন ২-এ একত্রিত হয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং যে কোন অনুষ্ঠানে পরিধানের জন্য একটি কিউরেটেড লাইন উপস্থাপন করে যা গ্রাহকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করবে। এরফলে গ্রাহকরা এখন থেকে তাদের প্রিয় ডিজাইনারদের তৈরি নতুন ও সীমিত সংস্করণের পোশাক অ্যামাজন ফ্যাশন থেকে কিনতে পারবেন। উল্লখ্য, দেশ জুড়ে গ্রাহকরা যাতে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজাইনার পোশাক কিনতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখে অ্যামাজন ফ্যাশন ডিবিএস লাইফস্টাইলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রিভার সিজন ২-এ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ১৮০টিরও বেশি কালেকশন রয়েছে। অ্যামাজন ফ্যাশন ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টর সৌরভ শ্রীবাস্তব বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল দেশের খ্যাতনামা ডিজাইনারদের পোশাক দেশব্যাপী গ্রাহকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে সহজলভ্য করে তোলা।

১০ই ডিসেম্বর আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটিতে উত্তর পূর্বের বৃহত্তম ৭ম এডিটিইউ জব ফেয়ার

কলকাতা: আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটি (এডিটিইউ), গুয়াহাটি, সারা ভারত জুড়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ১০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৭ম এডিটিইউ জব ফেয়ার আয়োজন করতে চলেছে। এই ইভেন্টটি ৩০০০ চাকরিপ্রার্থীদের সাক্ষী হবে, যারা আদানি গ্রুপ, রিলায়েন্স জিওইনফোকম, ডাবর, বাইজুস, ব্রিটানিয়া লিমিটেড, ম্যারিকো লিমিটেড, টপসেম, হাইক এডুকেশন, রেডিসন ব্লু, নারিয়ানা হাসপাতাল, লুলু গ্রুপ ইন্ডিয়া ইত্যাদি সহ ৫০টি স্বনামধন্য সংস্থা দ্বারা নিয়োগ পেতে পারবে।

এই চাকরি মেলার লক্ষ্য ০-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য। এটি ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল সায়েন্স, ফার্মেসি, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল এবং সায়েন্সের মতো বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাজ পাওয়ার চাহিদা পূরণ করবে। জব ফেয়ারের একদিন পর, এডিটিইউ-এর প্লেসমেন্ট সেল ১১ ডিসেম্বরে উত্তর-পূর্বের সবচেয়ে বড় এবং প্রথম জাতীয় স্তরের এইচআর কনক্লেভও পরিচালনা করছে যাতে ভারতে প্রতিভা এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সেরা মান একত্রিত করা যায়।

ডাঃ এনসি তালুকদার, আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, বলেছেন, এই ধরনের চাকরি মেলাগুলি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য কোম্পানিগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তাদের প্রয়োজনীয়তাগুলি বোঝার জন্য দুর্দান্ত সুযোগ। এটি চাকরিপ্রার্থীদের তাদের অনুসন্ধানকে স্ট্রীমলাইন করতে এবং তাদের ব্যবসায় নিয়োগ এবং প্রাসঙ্গিক পদের জন্য আবেদন করার জন্য একটি সুবিধাজনক উপায় প্রদান করতে সহায়তা করবে।”

আইসিআইসিআই-র দীর্ঘমেয়াদী সেভিং প্রোডাক্ট

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড ইনকাম ফর টুমরো নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী সেভিং প্রোডাক্ট চালু করল আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স। এই প্রোডাক্টটি গ্রাহকদের দুই ধরনের বিকল্প প্রদান করে। হয় নিয়মিত গ্যারান্টিযুক্ত ট্যাক্স-মুক্ত ‘আয়’ বা ‘প্রিমিয়ামের ১১০% রিটার্ন সহ আয়’। এই দুটি পরিকল্পনাই তিরিশ বছর পর্যন্ত আয়ের সুযোগ দেবে।

উল্লখ্য, এই সেভিং প্রোডাক্টের অধীনে থাকা লাইফ কভার, আয়ের সময়কাল সহ পলিসির পুরো সময়কালের জন্য অব্যাহত থাকে। যার ফলে প্রিয়জনদের আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকে। এই বহুমুখী সেভিং প্ল্যানটি গ্রাহকদেরকে তাদের স্থির আয়ের একটি বিকল্প উৎস তৈরি করতে সাহায্য করে। এর ফলে গ্রাহকদের ভবিষ্যতে আয়ের অনিশ্চয়তা অনেকাংশেই দূর হয়। এই দীর্ঘমেয়াদী সেভিং প্রোডাক্ট প্ল্যানের মাধ্যমে গ্রাহকরা একদিকে যেমন ৭ বা ১০ বছরের প্রিমিয়াম পেমেন্ট মেয়াদ নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন তেমনি অপর দিকে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে ১৫,২০,২৫, বা ৩০বছরের জন্য আয় পেতে পারেন। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার অমিত পাল্টা বলেন, এই আইসিআইসিআই প্রু গ্যারান্টিড ইনকাম গ্রাহকদের একটি আর্থিক দৃঢ় সঞ্চয় পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

BitMEX লঞ্চ করল BitMEX EARN

কলকাতা: BitMEX EARN, লঞ্চ করল গ্লোবাল ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম BitMEX। BitMEX হল একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল মুদ্রার আর্থিক বাজারে বিনিয়োগকারীদের অ্যাক্সেস প্রদান করে। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ফলপ্রসূ ক্রিপ্টো হল BitMEX EARN।

BitMEX EARN -এর প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি হল TETHER (USDT ERC-20)। ৭ ডিসেম্বরের আগে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা ১০০শতাংশ পর্যন্ত APR উপার্জনের জন্য একটি প্রারম্ভিক বার্ড অফারের সদস্যতা নিতে পারবেন। এছাড়া প্রতি ১,০০০ ইউএসডিটি জমার জন্য ব্যবহারকারীদের TETHER-এ ১০০শতাংশ পর্যন্ত APR অফার করে এবং প্রতি ১০০,০০০ ইউএসডিটি জমার জন্য ব্যবহারকারীদের TETHER-এ ১৪শতাংশ পর্যন্ত APR অফার করে।

BitMEX EARN হল বাজারে একমাত্র পণ্য যা ১০০ শতাংশ বীমা তহবিল সমর্থিত। বলাবাহুল্য, সমস্ত পেআউট BitMEX বীমা তহবিল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রোডাক্টটি ১৪-১০০% পর্যন্ত সুদ পরিশোধকারী সদস্যদের পুরস্কৃত করে BitMEX-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আলেকজান্ডার হপ্টনার বলেন, আমাদের EARN পণ্যের APR অনান্য ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে যা অফার করা হয় তার থেকে অনেক বেশি। আমরা আমাদের সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করেছি যাতে তা সব ব্যবসায়ীদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়।

অ্যামাজনের সুপার ভ্যালু ডে

হুগলী: ভোক্তাদের জন্য ‘সুপার ভ্যালু ডে’-এর সাথে লাইভ, মুদি এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে হাজির Amazon.in। প্যাকেজজাত খাবার, পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট শিশু এবং গৃহপালিত প্রাণীর যত্নসহ আরও অনেক কিছুর উপর ৪৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে অ্যামাজন।

এই সুপার ভ্যালু ডে ৭ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত লাইভ থাকবে। উল্লেখ্য, এই গ্রোসারি ডিল শুরু হবে ১ডিসেম্বর এবং চলবে স্টক থাকা পর্যন্ত। প্রাইম সদস্যরা গ্রোসারি কেনার জন্য বিনামূল্যে ডেলিভারি উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়াও ভোক্তারা অনলাইন থেকে সুবিধাজনক ডেলিভারি বিকল্পসহ আশীর্বাদ, ফরচুনসহ অন্যান্য বিক্রেতা এবং ব্র্যান্ড থেকে দুর্দান্ত দামের বিশেষ অফারগুলি পাবেন।

গ্রাহকরা ৩ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের সাথে এসবিআই ক্রেডিট কার্ডগুলিতে ১০% অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট পাবেন এবং ৪-৭ ডিসেম্বর ২০২১ আইসিআইসিআই ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডগুলিতে ১০% অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। প্রসঙ্গত অ্যামাজন চারটি নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এগুলি হল প্রতিযোগী ফোকাসের পরিবর্তে গ্রাহকের আবেশ, উদ্ভাবনের প্রতি আবেগ, কর্মক্ষম উৎকর্ষের প্রতিশ্রুতি এবং দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা।

ভোডাফোন-আইডিয়া-র নতুন ট্যারিফ

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী, সংস্থা হল ভিআইএল অর্থাৎ ভোডাফোন-আইডিয়া লিমিটেড। সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধ পরিকর ভি অর্থাৎ ভোডাফোন-আইডিয়া। এই কথা মাথায় রেখে ভারতে প্রিপেইড ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ট্যারিফ প্ল্যান চালু করার কথা ঘোষণা করল ভি। এই নতুন প্ল্যানগুলি ২৫ নভেম্বর থেকে বাজারে উপলব্ধ হবে।

ওকলা দ্বারা যাচাই করার পরই এই ট্যারিফ প্ল্যানগুলি লঞ্চ করেছে ভি। ওকলা হল ফিক্সড ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাস্টার। উল্লেখ্য, এই ট্যারিফ প্ল্যানগুলি ভোডাফোন- আইডিয়া ভারতের দ্রুততম মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবার মর্যাদা এনে দেবে। যা এআরপিইউ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক চাপ মোকাবিলায় সাহায্য করবে।

এছাড়াও ভি সহজ-সরল পণ্য সরবরাহের জন্য গ্রাহকদের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। ভয়েস এবং ডেটা উভয় ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে প্ল্যান নির্বাচন করে সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। ভি-এর এই নতুন ট্যারিফ প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ওয়েব সাইটে(www.myvi.in) দেওয়া আছে যা গ্রাহকদের তথ্য সংগ্রহে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে।

টুকরো খবর

ডেড লিফটে সোনা জিতলো মিমা

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এবং অল বেঙ্গল পাওয়ার লিফটিংয় কম্পিটিশনে ২০ নভেম্বর দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার মিমা দোরজি লামা ১০৫ কেজি ওজন বিভাগে ডেড লিফটে সোনা জিতেছেন। দোরজি লামা ২৭০ কেজি তুলেছেন। দার্জিলিং জেলা সংস্থার কোচ অশোক চক্রবর্তী বলেছেন, "দোরজি নজির আমাদের জেলার লিফটারদের গর্বিত করবে। আমাদের জন্য অসাধারণ একটা দিন গেল আজ"।

জোড়া সাফল্য পেল সুকন্যা

রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সাফল্য পেল ফালাকাটার সুকন্যা চৌধুরি। সুকন্যা রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ব-জুনিয়র ও জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে সাব মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে সেরা হয়েছে। এছাড়াও এই চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে সুকন্যা তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

জিতেন্দ্রমোহন দেসরকার ট্রফি

শিলিগুড়িতে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার জিতেন্দ্রমোহন দেসরকার ট্রফি বেঙ্গল স্টেট টেবিল চ্যাম্পিয়নশিপে ২৪ নভেম্বর পুরুষদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মৈনাক দাস। ফাইনাল ম্যাচে তিনি হারিয়েছেন জাব্রত ভট্টাচার্যকে। মহিলাদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন অভিতা মিসড ডাবলসের ফাইনালে অঙ্কিতা-শুভঙ্কর সরকার জুটি জিতেছেন সমৃদ্ধি বণিক ও কৌশিক ছেত্রীর বিরুদ্ধে।

বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার সচিব মাঞ্জু ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুব্রত রায়, সহসভাপতি অনুপ বসু, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব অনুপ বসু, জিতেন্দ্রমোহনের স্ত্রী বাসন্তী দেসরকার প্রমুখ।

সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির ফণিভূষণ রায়

গোয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে মাস্টার ২ ক্লাস ৫৯ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির ফণিভূষণ রায়। এর আগেও ফণিভূষণ দেশের হয়ে বিদেশ থেকে পদক জিতে এনেছেন। ফণিভূষণ রায়ের সাফল্যে খুশি শিলিগুড়িবাসী।

কোচবিহারে জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ

কোচবিহারের শুরু হল জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ। কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের পরিচালনায় ২৮ অক্টোবর থেকে লিগ শুরু করা হল। লিগের ম্যাচগুলি হবে জেনকিন্স স্কুলের মাঠেই। জানা গেছে, ১৯৮০ সালের ব্যাচ থেকে শুরু করে ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যাচের প্রাক্তনীদের মোট ২৭টি দল এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মোট অংশ নিবে।

ধুপগুড়ি পুর ক্রীড়া ময়দান

খেলারমাঠে আর্ট গ্যালারি নির্মাণ কার্য নিয়ে বিতর্ক

ধুপগুড়ি: ফুটবল ময়দানে আর্ট গ্যালারি নির্মাণ কার্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে ধুপগুড়িতে পুর ক্রীড়া ময়দানে পুরসভার তরফে একটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি আর্ট গ্যালারি নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার কাজ ইতি মধ্যে শুরু হয়েছে। এই নির্মাণ কার্য শুরু হওয়ার পরই বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরোধিতা উঠে আসছে। খেলার মাঠ খেলার কাজেই ব্যবহার করা হোক এমনটাই দাবি জানিয়েছেন মাঠের সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড় থেকে শুরু করে প্রাক্তন খেলোয়াড়, রেফারি এবং শরীর চর্চা করতে আসা ধূপগুড়ির ক্রীড়া প্রেমীরা। সঙ্গে তাঁরা মাঠটি সংস্কারের দাবিও জানিয়েছেন।

শহরে একটি মাত্র রয়েছে সচল খেলার মাঠ। সেই মাঠটিও রক্ষণাবেক্ষন ও যথাযথ যত্নের অভাবে দিন দিন বেহাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ওপর সেই মাঠে পুরসভার তরফে গ্যালারি নির্মাণ করাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রশ্ন উঠছে। এর বিরোধিতা করেছেন বিরোধী দলের নেতারাও। মাঠটি জাতে কেউ দখল না করে সেই দিকটাও পুরসভা নজর দিক। এই বিষয়ে ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক অর্ণব ঘোষ জানান, আমরা চাই আর্ট গ্যালারি নির্মাণ করা হোক, কিন্তু খেলার মাঠে নয়। দাবি মানা না হলে, আমরা আন্দোলনের পথে যাবো।

সব অভিযোগ খারিজ করে ধুপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ কুমার সিং জানান, মাঠ দখল করা হচ্ছে না। বিরোধীদের বিরোধিতা করা তারা করবেই। আর্ট গ্যালারি তৈরি করা ধূপগুড়িবাসীর একটি আবেদন ছিল। যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। যেটা নির্মাণ করা হচ্ছে তার উপরতলাতে আর্ট গ্যালারির কাজ চলবে আর নিচতলা খেলোয়াড়দের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং এটা তাদের তুলে দেওয়া হবে।

সুপার লিগে চ্যাম্পিয়ন জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি: জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে এবছর চ্যাম্পিয়ন হল জেওয়াইএমএ ক্লাব। প্রায় একমাস ধরে চলা এই ফুটবল লিগে মোট ৭টি ক্লাবের মধ্যে ২১টি ম্যাচ হয়েছে। ২২ নভেম্বর জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে জেওয়াইএমএ-র এবং রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (আরএসএ) ক্লাবের মধ্যে ম্যাচটির খেলা হয়। আরএসএ ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্টের বিচারে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় জেওয়াইএমএ দল। পয়েন্টের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকায় লিগের দুটি ম্যাচ বাকি থাকার পরও আগাম চ্যাম্পিয়ন হল জেওয়াইএমএ

এদিনের ম্যাচটিতে জেওয়াইএমএ ক্লাবের হয়ে শিবসুন্দর মোহান্তি ও দীপঙ্কর রায় একটি করে গোল করেন। ম্যচের প্রথম ১০ মিনিটে শিবসুন্দর জেওয়াইএমএ-কে এগিয়ে দেন। ১৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন দীপঙ্কর। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে অফসাইডের জন্য জেওয়াইএমএ-র একটি গোল বাতিল হয়ে যায়। এদিন ম্যাচের পর জেওয়াইএমএ-র সচিব তপাই বাগচী বলেন, "ছেলেরা প্রচন্ড পরিশ্রম করেছে। যার সুফল আজকে পেলাম আমরা"।

মোহনবাগানের সচিব পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সৃঞ্জয়

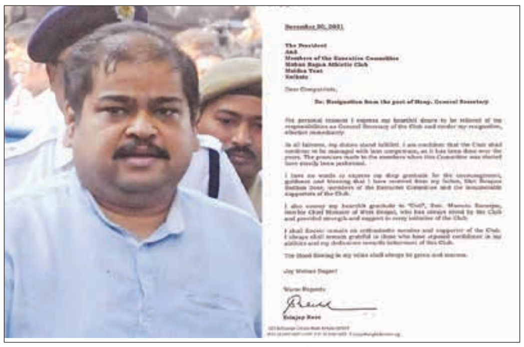

কলকাতা: সবুজ-মেরুন থেকে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন সৃঞ্জয় বোস। ৩০ নভেম্বর আচমকাই ইস্তফা দিলেন তিনি। এদিন বিকেলে মোহনবাগান ক্লাব সভাপতি স্বপনসাধন বোসের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন সৃঞ্জয় বাবু। সচিব পদ থেকে ইস্তফা দিলেও তিনি ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং সদস্য হয়েই থাকবেন এবং তিনি জানান। পদত্যাগপত্রে সৃঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ডার্বির পরপরই মোহনবাগানের সচিব পদ উন্নীত হন সৃঞ্জয়বাবু। তার ঠিক ২৩ মাস বাদে একপ্রকার আচমকাই প্রাণপ্রিয় ক্লাবের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

সবুজ-মেরুনের প্রাক্তন সচিব বলেন, "আমি চিরদিন এই ক্লাবের উসাহী সমর্থক এবং সদস্য হিসাবে থেকে যাব। যাঁরা আমার প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে চাই"। পাশাপাশি তিনি ক্লাবের পাশে থাকার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সৃঞ্জয়বাবু আরও বলেন, তাঁর ২৩ মাসের কার্যকালে সচিব হিসেবে সমস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার বেশিরভাগটাই পূরণ করেছেন। রাত কার্যকালেই এটিকের সঙ্গে মোহনবাগানের সংযুক্তিকরণ হয়েছিল। পদ ছাড়লেও আগামী দিনে ক্লাবের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা বজায় রাখার অঙ্গীকার রেখেছেন তিনি।

হাওড়াতে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে দিনহাটার ৩০ জন

কোচবিহার: হাওড়ায় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামি ৫ ডিসেম্বর। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলছে দিনহাটার ৩০ জন খেলোয়াড়। আগামী ৩ ডিসেম্বর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে প্রতিযোগিরা। শতকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হাওড়ায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক নিয়ে আসাই দিনহাটার খেলোয়াড়দের বর্তমান লক্ষ্য। এছাড়াও ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে অংশ গ্রহন করা এবং স্বর্ণ পদক আনার লক্ষ্যেই খেলোয়াড়রা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতার জন্য দলের কোচ বিক্রমাদিতা বর্মণ ও টিম ম্যানেজার লতিকা রায় সরকার দিনহাটায় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া খেলোয়াড়দের নিয়ে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে। অল বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যারাটে ফেডারেশনের সম্পাদক বিক্রমাদিত্য বর্মণ এই বিষয়ে বলেন জানান, "মাসখানেক আগে দিল্লিতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দিনহাটার তিন প্রায় অংশ নিয়ে স্বর্ণ পদক পায়। এবারের এই প্রতিযোগিতাতেও বাংলা দলের হয়ে। অংশ নিতে যাওয়া হয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলে। দিনহাটার এই ছাত্রীদের সাফল্য কামনা সমাজের বিভিন্ন মহল"।

চ্যাম্পিয়ন গোসানিমারি নেতাজি সংঘ

দিনহাটা: ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাব আয়োজিত স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস ও স্বর্গীয় কমলু দাস আট দলীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল গোসানিমারি নেতাজি সংঘ। ২৮ নভেম্বর দিনহাটা সংহতি ময়দানে প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় টিয়াদহ মাতৃভূমি ক্লাব ও গোসনিমারী নেতাজি সংঘ। নির্ধারিত সময়ে কোন গোল হয় নি, ফলে টাইব্রেকারে খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয়। ম্যাচে গোসনিমারী নেতাজি সংঘ ৪-২ গোলে জয়ী হয়।

ফাইনাল ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ বেছে নেওয়া হয় রাশেদ রঞ্জন চৌধুরীকে এবং ম্যান অব দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন প্রিয়ব্রত বর্মণ। সেরা গোলকিপারের পুরস্কার পান রাশেদ রঞ্জন চৌধুরী। টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরুষ্কার প্রাপ্ত শিক্ষক শ্যামল ধর, প্রাক্তন ফুটবলার মলিন রায়, জয়ন্ত কুমার পাল সহ আরও অনেকে।

বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী কাগা

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কাগা। ২৯ নভেম্বর শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে দিল্লি পাবলিক স্কুলে শিলিগুড়ি বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে কাগা ৬৪-৩০ পয়েন্টে সালেসিয়ানকে হারায়। প্রথম সেমিফাইনালে সালেসিয়ান রেভেন্সকে ৫৩-৪৭ পয়েন্টে হারায় এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাগা ৬০-৪৬ পয়েন্টে বেসলাইনকে হারিয়েছে। মেয়েদের বিভাগে কাগা ৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ৬ পয়েন্টের সঙ্গে রানার্স হয়েছে এসবিডিএম। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন ফিবা অফিশিয়াল অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ি বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সমীরণ রায়।

শুরু হল প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ

জলপাইগুড়ি: ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হল জলপাইগুড়িতে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ। এবছর ক্রিকেট লিগে মোট ২০টি দল অংশ নিচ্ছে। লিগে অংশগ্রহনকারী দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে- A, B, C এবং D।

'A' গ্রুপে আছে মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগার কিশোর মিলন সঙ্ঘ, এনবিআরসিসি এবং বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব। 'B' গ্রুপে আছে এবিপিসি, সঙ্ঘমিত্রা ক্লাব, বানারহাট তরুণ সঙ্ঘ, ময়নাগুড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এবং জেএসিসি। 'C' গ্রুপে জেওয়াইসিএ, ধূপগুড়ির ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, মডার্ন ওয়েলফেয়ার ক্লাব, ইভনিং ক্লাব এবং অসম মোর রিক্রিয়েশন ক্লাব। 'D' গ্রুপে রয়েছে পুরানো মসজিদ, জেসিসিএ, অগ্রগামী সঙ্ঘ, জেওয়াইসিএ এবং এসবিএমসিএ।

জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কম্পেক্স

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96